জাতীয়
ভোটার
দিবস

২ মার্চ ২০২০

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

ভোটার হয়ে ভোট দেব
দেশ গড়ায় অংশ নেব

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০

নি ক
বাংলাদেশ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

www.ecs.gov.bd

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

www.ecs.gov.bd

প্রকাশকাল
২ মার্চ ২০২০

প্রকাশক
জনসংযোগ অধিশাখা
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ডিজাইন অ্যান্ড প্রোডাকশন
বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি লিমিটেড (বিএমটিএফ)

সূচিপত্র

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর বাণী	৫
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এম.পি এর বাণী	৬
মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা এর বাণী	৭
মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার এর বাণী	৮
মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এর বাণী	৯
মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম এর বাণী	১০
মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.) এর বাণী	১১
সিনিয়র সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জনাব মোঃ আলমগীর এর বাণী	১২
সম্পাদকীয়	১৩
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন পরিচিতি	১৪
প্রবাসী বাংলাদেশি, ভোটার হিসেবে নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা	১৫
Use of Electronic Voting Machine: Bangladesh Experience	২০
Striving for a Nation that Safeguards Universal Franchise: Electoral Technology	২৫
মুজিব বর্ষ ২০২০ এর অঙ্গীকারঃ জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব, প্রতিশ্রুতি ও প্রাসঙ্গিকতা	৩২
আগের দিনের ঢোল সহরত এবং অধুনা ভোটার শিক্ষণ কার্যক্রম	৪০
FEMBoSA-An Initiative of Bangladesh Election Commission	৪২
প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক নিবন্ধনের আদ্যপান্ত	৪৫
এক ভোট	৫২
প্রথম ভোটার দিবস ২০১৯ (স্মৃতি চারণ)	৫৪
দ্বীপ উপজেলা মেহেন্দিগঞ্জে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রথম ইভিএমে ভোটগ্রহণ	৫৫
Role of Voters for Successful Democracy	৫৯
ধন্যবাদবিহীন পেশা ও গণতন্ত্র রক্ষা	৬১
ভোটার দিবসের ভাবনা	৬২
জাতীয় ভোটার দিবস, প্রেক্ষিত ভাবনা ও তার গুরুত্ব	৬৩
নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই)	৬৫
ভোটার দিবস ভাবনা, ভোটদান পদ্ধতির আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ	৬৭
জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০	৬৮
ভোটার তালিকা প্রণয়নে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সমৃদ্ধি ও অর্জন	৬৯
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	৭১
ভোটার এবং ভোট: কিছু জানা কথা	৭৩
কবিতা	৭৫
ফটো গ্যালারি	৮৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৮ ফাল্গুন ১৪২৬
২ মার্চ ২০২০

বাণী

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দ্বিতীয়বারের মতো 'জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত ভোটারদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি এ আয়োজন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন এবং তার নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য 'ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নির্বাচন কমিশন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিয়মিত ভিত্তিতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ জাতীয় ভোটার দিবসে ভোটারদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকাভুক্তির পাশাপাশি নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্রও প্রদান করে থাকে। আঠারো বৎসরের উর্ধ্বে সকল নাগরিকের ছবি ও আঙুলের ছাপের বায়োমেট্রিক তথ্যসহ কম্পিউটারভিত্তিক ডাটাবেইজ নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত করছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে ব্যক্তির সঠিক পরিচয় যাচাই করে সকল সরকারি চাকরিজীবীর বেতন, পেনশন, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক ও বিধবাভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সেবাপ্রদান সম্ভব হচ্ছে।

জাতীয় সংসদের সীমানা পুনঃনির্ধারণ, স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সকল পর্যায়ের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের পবিত্র দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশন তাদের কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ভোটগ্রহণ ব্যবস্থায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের প্রবর্তন করেছে যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকীতে তার স্বপ্নের সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণের আকাঙ্খার সাথে সংগতিপূর্ণ। দেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবে -এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় ভোটার দিবস-২০২০' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দেওয়া বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং ১১ অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গঠনের বিধান রয়েছে। এসব নির্বাচনের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা। আর ভোটার তালিকা প্রণয়ন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সকল ভোটারের বায়োমেট্রিক তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্যের ডেটাবেইজ সংরক্ষণ, নাগরিকগণকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর জাতীয় পরিচয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। অধিকন্তু নির্বাচনি ব্যবস্থার আধুনিকায়নে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারসহ ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের প্রবর্তন করেছে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য আমি নির্বাচন কমিশনকে সাধুবাদ জানাই।

'ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আগামী ২ মার্চ ২০২০ তারিখে দেশে দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস এ আয়োজন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের মধ্যে যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করবে। কারণ এবারের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে এবং এতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও উন্নয়নের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে।

মনে রাখতে হবে যে, কোন জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য একজন নাগরিককে অবশ্যই ভোটার হতে হবে। তাই জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন সব যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকাভুক্ত হয়ে আগামী সকল নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ায় অংশ নেওয়ার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীর চেতনাকে ধারণ করে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত জাতীয় ভোটার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপনের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

আনিসুল হক, এম.পি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাণী

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে একটি স্যুভেনির প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে খুশি হয়েছি। এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য 'ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। তাছাড়া মুজিব বর্ষের বছরে অনুষ্ঠিতব্য এবারের জাতীয় ভোটার দিবস বিশেষভাবে তাৎপর্যময়।

২০১৯ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রথম জাতীয় ভোটার দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনিবার্য কারণবশত এখন থেকে প্রতি বছর ২ মার্চ তারিখে জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপিত হবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত ও সমুন্নত রাখা এবং ভোট প্রদানে ভোটার সাধারণকে উৎসাহিত করণের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা-ই এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের উদ্দেশ্য।

জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ সাফল্যমন্ডিত হোক।

কে এম নূরুল হুদা

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাণী

"ভোটার হব ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব"- এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে আগামী ২ মার্চ ২০২০ তারিখে দেশে দ্বিতীয় বারের মতো উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশের সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। সুষ্ঠু ভোটার তালিকা সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। ভোটার হওয়ার মাধ্যমে একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে নির্বাচন ও গণতন্ত্র সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা আবশ্যক, যাতে তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্বাচন কমিশনের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভোটার তালিকা প্রণয়নকে নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে। ভোটার নিবন্ধনের পর ভোটার তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি সকল ভোটারকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সকল ভোটারের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্যাদি নির্বাচন কমিশনে সংরক্ষিত আছে। এ তথ্যাদির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন সকল ভোটারকে অধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করছে।

'জাতীয় ভোটার দিবস' মূলতঃ ভোটারগণের জন্য নিবেদিত একটি বিশেষ দিন। নির্বাচকদের মধ্যে ভোট সচেতনতা সৃষ্টি এবং নির্বাচনি বিষয়াদি জনসাধারণকে অবহিত করা জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপনের অন্যতম লক্ষ্য। নবীন ভোটারদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তা বোধের বিকাশে 'জাতীয় ভোটার দিবস' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং জাতীয় ভোটার দিবসের সফলতা কামনা করি।

মাহবুব তালুকদার

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাণী

জনগণ ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হয়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার বিকাশে ভোটার হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম পদক্ষেপ। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশের সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত করে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকল যোগ্য ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত এবং নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে সচেতন করার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অব্যাহতভাবে কাজ করছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশন ২০১৯ সালে বাংলাদেশে প্রথমবার ১ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে উদযাপন করেছে। ২০২০ সালের ২ মার্চ, জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

"ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব" প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ২ মার্চ, ২০২০ জাতীয় ভোটার দিবসের সকল কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, এ বিশ্বাস আমার রয়েছে। আমি আশা করি জাতীয় ভোটার দিবসের কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট সচেতনতা নির্বাচন কমিশনের ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরো নির্ভুল ও গতিশিল করবে । বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিতে এবং জনগণের ক্ষমতায়নে জাতীয় ভোটার দিবস বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। একই সাথে বাংলাদেশের সকল ভোটারকে জাতীয় ভোটার দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাণী

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশে ভোটারদের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো ২ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই বিশেষ দিনে বাংলাদেশের সকল ভোটারকে আমি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর প্রতিপাদ্য বিষয় "ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব" নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভোটার হবার অধিকার, ভোটার হওয়ার যোগ্য প্রতিটা নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। একইভাবে ভোটার হয়ে স্বাধীন মতামত প্রদানের অধিকারও একজন ভোটারের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার, যা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার, আমার, আমাদের সকলের। ভোটার দিবসের এই প্রতিপাদ্য বিষয় যেন শুধু বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। প্রতিপাদ্য বিষয়টি ধারণ করে এর কার্যকরী রূপ দেওয়ার কার্যক্রম যেন অব্যাহত থাকে। কারণ এই বিষয়টি অর্থবহ করাই এ দিবসের সার্থকতা। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করতে এবং ভোটারগণের ক্ষমতায়নে জাতীয় ভোটার দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

'জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির আমি সফলতা কামনা করছি।

কবিতা খানম

নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাণী

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২ মার্চ ২০২০ তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো দেশে জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে, এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এবছর জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব'। আমি মনে করি, এবছরের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে এবং তা তরুণ ভোটারদের মধ্যে যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্বাচন কমিশনের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। বর্তমান নির্বাচন কমিশন তার এই মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে আসছে। মূলত ২০০৮ সালের পর থেকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ভোটার তালিকার বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়ে দেশবাসী এবং বিশ্বের সকল দেশের আস্থা অর্জন করেছে। ভোটার হওয়ার যোগ্য প্রত্যেক নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। দেশে দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন নির্বাচন কমিশনের সেই প্রত্যয়েরই বহিঃপ্রকাশ।

আমি জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। সেইসাথে বাংলাদেশের সকল ভোটার ও তরুণ প্রজন্ম যারা ভোটার হতে যাচ্ছেন তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অবঃ)

বাণী

সিনিয়র সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

দেশব্যাপী দ্বিতীয়বারের মতো ২ মার্চ ২০২০ তারিখে নানা আয়োজনে উদযাপন হতে যাচ্ছে 'জাতীয় ভোটার দিবস'। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব'। জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে সকল সম্মানিত ভোটার ও সমগ্র দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটার অপরিহার্য উপাদান। ভোটদানের মাধ্যমে নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর রাখেন। নাগরিকের ভোটদান আচরণ রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। ভোটাধিকার প্রয়োগে নাগরিকের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নাগরিকের প্রত্যাশার দিনপঞ্জিতে স্থান পায় উন্নততর শিক্ষা, অর্থপূর্ণ স্বাধীনতা, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু, জীবন বৈচিত্র, উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি, তুষ্টি ও জীবন সমৃদ্ধির চেতনা। নাগরিকের কাঙ্খিত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানে কর্মপন্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের নৈতিক দায়িত্বে পরিণত হয়।

ভোটারবান্ধব কর্মসূচি প্রণয়নে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সদা সচেষ্ট। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভোটারের তথ্য-উপাত্ত স্থায়ীভাবে ডেটাবেইজে সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ভোটদানের সুবিধার্থে ছবিসহ ভোটার তালিকার পাশাপাশি সম্প্রতি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন এর প্রচলন করা হয়েছে। ভোট প্রদান ছাড়াও দৈনন্দিন কাজ ও সেবা প্রাপ্তিতে সকল ভোটারের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র তথা উন্নতমানের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ডেটাবেইজে লিংক স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নাগরিকের পরিচিতি প্রতিপন্ন করে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে। 'জাতীয় ভোটার দিবস' উদযাপন নবীনদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তিতে আগ্রহী করবে এবং নাগরিকগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারণ ও সমর্থনের নবশক্তি সঞ্চার করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা ভোটাধিকার অর্জন করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের লালিত স্বপ্ন সমুন্নত রাখতে আমরা ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হব, ভোটাধিকার প্রয়োগ করব এবং সকলে মিলে গড়ে তুলব উন্নত সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ- এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে 'জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০' এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আলমগীর

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সদা জাগ্রত। পৃথিবীর যে কোন দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মতোই বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে বছর জুড়েই নানা ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে বাংলাদেশের এ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর মূল কাজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান, সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তা হালনাগাদ করা। এছাড়াও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

পৃথিবীর যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনের প্রাণ শক্তি হলো ভোটার। আর ভোটারকে নির্বাচনে ভোটদান এবং ভোট যে ভোটারের একটা মহামূল্যবান সম্পদ তা তাদেরকে অনুধাবন করাতে জাতীয় ভোটার দিবসের কোন বিকল্প নেই। ভোটার দিবস দেশের জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র, নির্বাচন, সুশাসন ও ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে।

এবার জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হচ্ছে। ঢাকাসহ আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে র‍্যালী, আলোচনা সভা, প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থানে ব্যানার ঝুলানো, পোস্টার সাঁটানো, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি।

২ মার্চ, ২০২০ জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন উদ্যোগের বাহন হলো এ স্মরণিকা। এ স্মরণিকা প্রকাশনায় বিশেষ সহায়তা করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকা প্রকাশে সহায়তা করার জন্য অতিরিক্ত সচিব মহোদয়সহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই স্মরণিকা প্রকাশ কমিটিকে। স্বল্প সময়ে স্মরণিকা প্রকাশের কারণে ভুল-ত্রুটি থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

মোহাঃ ইসরাইল হোসেন
পরিচালক (জনসংযোগ)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

কে এম নূরুল হুদা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

মাহবুব তালুকদার
নির্বাচন কমিশনার

মোঃ রফিকুল ইসলাম
নির্বাচন কমিশনার

কবিতা খানম
নির্বাচন কমিশনার

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.)
নির্বাচন কমিশনার

প্রবাসী বাংলাদেশি, ভোটার হিসেবে নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিএইচডি

প্রবাসী বাংলাদেশি

ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমল হতে বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট জেলার সাথে যুক্তরাজ্যের একটি নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠে চা বাগানকে কেন্দ্র করে। চা শিল্পের নিয়ন্ত্রণ, মালিকানা দুটোই ছিল যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের হাতে। চা বাগানের বিশেষজ্ঞ, ব্যবস্থাপকদের সিলেট অঞ্চলে বিশেষ করে চা বাগানে বসবাস করতে হতো। জীবন জীবিকার তাগিদে সাদা মানুষগুলোকে বাংলাদেশি মানুষের সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছিল। কালক্রমে তাদের সাথে গড়ে উঠে সখ্যতা। সাদা চামড়ার মানুষগুলো বাংলায় তাদের দীর্ঘ দিনের উপস্থিতির কারণে বাংলার কালচার কৃষ্টির সংগে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন, বিশেষ করে বাংলাদেশি খাবার দাবার তাদের কাছে হয়ে পড়ে আকর্ষণীয়। যুক্তরাজ্যে ফেরার সময় সংগে করে নিয়ে যান তার সাথের লোকজনকে। সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশি সিলেটিদের সংখ্যা যুক্তরাজ্যে বাড়তে থাকে। যুক্তরাজ্যে অবস্থান করলেও তারা তাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। বিলেতি সাহেবদের রসনা বিলাস মিটানোর তাগিদে যুক্তরাজ্যে গড়ে তুলেছেন বিশাল কারী শিল্প। এই কারী শিল্পের প্রয়োজনে সিলেট থেকে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। এ ধারা আজও কম-বেশি বজায় রয়েছে। ২-৩ শত বছর আগে যারা চলে গেছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম কেউই বাংলাদেশের নাগরিক নন। তাদের রয়েছে যুক্তরাজ্যের পাসপোর্ট। তবুও তারা বলে আমাদের পূর্বপুরুষ বাংলাদেশ থেকে এসেছেন।

ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত দেশ পাকিস্তান থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী ইউরোপ আমেরিকায় পাড়ি জমান। উচ্চ শিক্ষা শেষে কেউ ফিরে এসেছেন বাংলাদেশে আবার অনেকেই রয়ে গেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এই ধারা প্রতিদিনই বাড়ছে। তাদের অনেকেই বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে সে দেশের নাগরিক হয়েছেন। যে সকল দেশে দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে সেখানে তারা দুই দেশের নাগরিকত্ব বজায় রেখেছে। কেউ শুধুমাত্র স্থায়ী বসবাসের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশি হিসেবেই সেখানে অবস্থান করে ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকুরির সাথে যুক্ত আছেন। বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রায় সকলেই দাবী করেন তারা বাংলাদেশি। যারা নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন তারাও। কারণ তারা নাড়ীর টানে, দেশে রেখে যাওয়া স্থাবর সম্পত্তির কারণে কমনওয়েলথভুক্ত দেশের পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে আসতে তাদের কোন ভিসা লাগে না। সে দেশের হাই কমিশন থেকে "নো ভিসা রিকয়ার্ড" সীল মেরে দেয়া হয়। এতে করে তাদের মনে এই ধারণাটা আরও পাকাপোক্ত হয়ে বসে আছে যে, যেহেতু ভিসা লাগে না তাই তারা বাংলাদেশের নাগরিক। যারা দ্বৈত নাগরিক হিসেবে আছে তাদের অনেকের কাছে বাংলাদেশের পাসপোর্ট থাকলেও তারা সেটা নবায়ন করেননি। কারণ প্রয়োজন হয় না, তারা ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে আসতে পারেন। ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে চলাফেরা করলে ঝুট ঝামেলা কম হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয়। এর বাইরেও অল্প সংখ্যক হলেও পাড়ি জমায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। তাদের বেশির ভাগ দেশে ফিরেননি। তারাও প্রবাসী। তারা যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। তবে তারা মনে প্রাণে বাংলাদেশি রয়ে গেছেন।

সত্তর এর দশকের পরে সারা বিশ্বে বিশ্বায়নের ধাক্কা এসে লাগে। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের শিল্পায়নের চাকা সচল রাখার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন নামে জনবল সংগ্রহ করতে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য পেট্রো ডলার এর সুবাদে তাদের আরাম আয়েশ নিশ্চিত করা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে উন্নয়নশিল দেশগুলো হতে শ্রমিক নিতে থাকে। কালের পরিক্রমায় এদের অনেকে দেশে ফিরে এসেছেন কেউ কেউ সেসব দেশের নাগরিকত্ব নিলেও নিজেকে বাংলাদেশি ভাবেন। অনেকেই বসবাসের অনুমতি নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করছেন, তারা সবাই বাঙালি ও প্রবাসী।

বাংলাদেশ থেকে প্রবাসী কিন্তু বাংলাদেশি নন

আশির দশকের শুরু থেকে মায়ানমার সাবেক বার্মা থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একাংশ বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে প্রবেশ করে। তাদের অনেকেই বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে কাজ করছেন। যেহেতু তাদের কাছে বাংলাদেশি পাসপোর্ট আছে তারা নিজেদেরকে বাংলাদেশি দাবী করছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বিহারী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতা অর্জন করলেও বিহারিরা বাংলাদেশকে তাদের দেশ হিসেবে মেনে নেয়নি। তারা পাকিস্তানে ফিরে যেতে চাইলেও পাকিস্তান তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করেনি। তারা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। কিছু দেশের আনাচে কানাচে নিভৃতে অবস্থান করতে থাকে। তাদের মধ্য থেকে অনেকেই বাংলাদেশি পাসপোর্ট সংগ্রহ করে প্রবাসে পাড়ি দিয়েছেন। তাদের অনেকে আজ বাংলাদেশি দাবি করছেন।

কেন জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে হবে

প্রবাসী বাংলাদেশি, প্রবাসী বাঙালি, প্রবাসী বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সবাই বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় তাদের নাম নিবন্ধন করতে চান। কারণ ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হলেই তিনি পাবেন বাংলাদেশি হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র। তারা তা পেতে চান,

- প্রবাসী বাংলাদেশিদের আত্নীয় স্বজন, স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে বাংলাদেশে। তারা তাদের শিকড় হারাতে চান না।
- প্রবাসী বাংলাদেশি বাঙালিদের এটা সাংবিধানিক অধিকার।
- বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী বিহারী ও রোহিঙ্গাগণ ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র পেলেই তারা বাংলাদেশে বসবাসের অধিকার নিশ্চিত করতে পারবেন। বিহারিরা মনে করেন আর তারা পাকিস্তানে ফিরতে পারবেন না, রোহিঙ্গাদের ধারণা মায়ানমার ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তাই যেকোন মূল্যে তারা ভোটার হতে চান, পেতে চান জাতীয় পরিচয়পত্র।

প্রবাসী বাঙালি, প্রবাসী বাংলাদেশি, সবাই তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছেন, যা দেশের আমদানি বাণিজ্য ও উন্নয়নের চাকাকে সচল রেখেছে। এই বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ সচল থাক এটা আমরা সবাই চাই। এই বিচেবচনায় তাদের দাবীর প্রতি বাংলাদেশ সরকারও সহানুভূতিশিল।

ভোটার তালিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনি এলাকার ভোটার তালিকাভুক্ত হবার অধিকারী হওয়া অন্যান্য যোগ্যতার পাশাপাশি মূল যোগ্যতা গুলো;

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ;

(খ) তাঁহার বয়স আঠারো বছরে কম নয়;

(গ) তিনি ঐ নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন উপরোক্ত শর্ত প্রতিপালনকারী নাগরিকদের ভোটার তালিকাভুক্ত করে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করেন। পঞ্চাশ দশক থেকে হাতে লিখে এই ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। পরে প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে টাইপ রাইটারে টাইপ করে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা তৈরির সময় ঐ বাড়ির দেশে যে কোন স্থানে অবস্থানকারী, বিদেশে অবস্থানরত সকল নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতো।

এই প্রক্রিয়ায় একই ব্যক্তির বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় নাম অন্তর্ভুক্তির সুযোগ ছিল। যাচাই বাছাই ছাড়াই শুধু নাম, বয়স, বাবার নাম দিয়ে দিলেই অস্তিত্বহীন যে কেউ ভোটার হওয়ার সুযোগ পেত। এভাবেই ২০০৬ সালে প্রায় দেড়কোটি একাধিক জায়গায় ভোটার ও ভূয়া ভোটারের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। তত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর দাবীর প্রেক্ষিতে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ছবি ও আঙ্গুলের ছাপ অন্তর্ভুক্ত করে বায়োমেট্রিক যুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির কাজ নির্বাচন কমিশন হাতে নেয়। আঙ্গুলের ছাপ ম্যাচিং করার ফলে একাধিক জায়গায় ভোটার হওয়া এবং ভূয়া ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের সকল সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। একইসংগে বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক যারা দেশের বাহিরে অবস্থান করছেন তাদের ভোটার হওয়ার পথও বন্ধ হয়। এখন তাদের ভোটার হতে হলে দেশে এসে তথ্য প্রদান, ছবি তুলে এবং আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ভোটার হতে হবে। তারা দেশে আসেন অনেক দিন পরপর। আসলেও ছুটিতে অল্প দিনের জন্য আসেন। ভোটার হওয়ার জন্য দৌড়া-দৌড়ি করলে আত্মীয় স্বজনকে সময় দিতে পারেন না। তাই তাদের ভোটার হওয়া হয় না। জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়াই তারা বিদেশে পাড়ি জমান।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকাভুক্তি

ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরির পর প্রবাসীদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির কোন সুযোগ না থাকায় যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের মধ্য হতে তাদের ভোটার করার দাবী জোরালো হয়। ২০০৭-২০০৮ সালে ভোটার তালিকা প্রণয়নকালে বায়োমেট্রিকসহ অতিরিক্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ করে একটি পরিচয়পত্র দেয়া হয়। ২০০৯ সালে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকারও প্রবাসীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদান করে। সাবেক মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন প্রাথমিক সমীক্ষা ও জরিপ করার জন্য যুক্তরাজ্য যান এবং যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে আলোচনা করেন। কে বাংলাদেশি প্রবাসী ও কে দ্বৈত নাগরিক তা কিভাবে ঠিক করা হবে, প্রবাসে গিয়ে তাদের তথ্য, বায়োমেট্রিক, ছবি এসব তোলা তখন প্রায় অসম্ভব ছিল বিধায় বিষয়টি বেশি দূর আগায়নি।

ভোটার তালিকাভুক্তির সম্ভাবনা

ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এবং বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশনের সেন্ট্রাল সার্ভারের সক্ষমতা পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকে অনেক দূর নিয়ে গেছে। এই বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে বিদেশি বাংলাদেশি ভোটারদের তথ্য সংগ্রহকে অনেক সহজ করেছে। পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি প্রযুক্তিগত দিক থেকে সহজ। সরকারের সহযোগিতায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বিদেশিদের ভোটার করা অসম্ভব কোন কাজ নয়। সরকার এ কাজে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত সরকারি ও বিরোধী দলের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনারবৃন্দ সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

কালের পরিক্রমায় জাতীয় পরিচয়পত্র আজ বাংলাদেশিদের জীবনের একটি অপরিহার্য্য অংশ। প্রয়োজনের নিরিখে পেপার লেমিনেটেড কার্ডের বদলে চিপস ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ড প্রচলন করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া আজকের বাস্তবতায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা, মোবাইল ফোনের সীম ক্রয়-বিক্রয়, জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়, ভর্তি বা চাকুরির আবেদন, পাসপোর্ট পাওয়া এমনকি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কোনটাই সম্ভব নয়। জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া আজ কিছুই করা যায় না। তাই প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার হয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে হবে। সরকারের উপর প্রবাসী বাংলাদেশিদের চাপ বাড়ছে, অন্য দিকে ইলেকশন কমিশন তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে চায়।

২০১৯ সালে ইলেকশন কমিশন সচিব এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সিংগাপুরে প্রাথমিক সমীক্ষা চূড়ান্ত করেছে। ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ভোটার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য দুই দেশের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কার্যক্রমটির উদ্বোধন করা হয়েছে। একই প্রক্রিয়ায় মাননীয় বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী মহোদয় মালোয়েশিয়া থেকে এবং মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাত গিয়ে এই কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেছেন। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.) অন্য একটি প্রোগ্রামের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকাভুক্ত করে জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়ার

বিষয়ে মালদ্বীপে হাইকমিশন ও সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে কথা বলেছেন। আমি নিজেও একটি কনফারেন্সে গিয়ে লন্ডনস্থ বাংলাদেশি হাইকমিশন ও বারমিংহাম এ অবস্থিত প্রবাসীদের সাথে কথা বলেছি। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় অন্য একটি প্রোগ্রামে যুক্তরাজ্যে গিয়ে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করে দিয়ে এসেছেন।

সমস্যা ও তার প্রকৃতি

বিদেশে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিকদের বেশির ভাগের ইন্টারনেট সংযোগ নাই। তা ছাড়াও তাদের এ বিষয়ে দক্ষতা নাই। তাই শুধুমাত্র ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা তেমন কার্যকর হবে না। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মালদ্বীপে ফরমের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গুরুত্ব দিয়েছেন। সিংগাপুর হতে এ কার্যক্রমের শুরু করা হলেও বিষয়টি বেশি দূর আগায়নি। কাজগুলো করার জন্য সেদেশের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। কোনদেশেই অনুমোদন ছাড়া তথ্য সংগ্রহ, বায়োমেট্রিক গ্রহণ করার জন্য মালামাল নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে কাজ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এছাড়াও কে প্রবাসী বাংলাদেশি, কে প্রবাসী দ্বৈত নাগরিক, কে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী রোহিঙ্গা বা বিহারী তা নির্ণয় করে কাজগুলো সঠিকভাবে করা একটি কঠিন কাজ। নির্বাচন কমিশনকে একটি দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, কৌশল ঠিক করে রাখতে হবে।

আমার অভিজ্ঞতা

চিকিৎসার জন্য সিংগাপুর গিয়েছিলাম। রবিবার মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল বন্ধ। হাতে কোন কাজ নাই। রবিবার সিংগাপুরে কর্মরত সকল বাংলাদেশি জড়ো হয় মোস্তফা সেন্টার এর পাশে বাংলা টাউনে। প্রবাসী একজন বাংলাদেশিকে নিয়ে তাঁদের কাছে গেলাম। তাঁদের সাথে কথা বলছিলাম, একজন বললো;

– স্যার আমি অন্যের নামে এখানে কাজ করছি। দেশে আমার নিজ নামে জাতীয় পরিচয়পত্র আছে। যার নামে কাজ করছি হয়তো তারও পরিচয়পত্র আছে। এখন আমি কি করবো?

কোন জবাব দিতে পারিনি। তাকে বলেছিলাম যদি দেখেন অসুবিধা হবে, তাহলে যা ভালো মনে হয় তাই করবেন। জবাব দিয়ে হাটতে হাটতে একটি দোকানের সামনে গেলাম। দোকানের মালিক সিংগাপুরী বাংলাদেশি। কথায় কথায় জানালেন,

– আমি বাংলাদেশি। সিংগাপুরের নাগরিকত্ব নিয়ে এখন দোকান দিয়েছি। দেশে আত্মীয় স্বজন আছে। জমি জমাও আছে। স্যার আমার জাতীয় পরিচয়পত্রটা দরকার। জবাবে বললাম,

– সিংগাপুর তো কমনওয়েলথভুক্ত দেশ। দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে নেন।
জবাবে দোকানদার বললো,

– সিংগাপুর নিজের আইন ছাড়া অন্য কিছু মানে না। আমি বাংলাদেশি পাসপোর্ট জমা দিয়ে দিয়েছি।
বললাম তা হলে আমাদের কি করার আছে। জবাবে দোকানদার বললেন,

– স্যার দেশে কিছু করার ছিল না। এখানে এসে কিছু করছি। দেশে যাই, টাকা পাঠাই, আত্মীয় স্বজন আছে। স্যার জাতীয় পরিচয়পত্র আমাকে দিতেই হবে।
যুক্তরাজ্যেও এমন অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। একজন রেস্তরা মালিক জানালেন,

– আমি বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য দুই দেশের নাগরিক। আমার ছেলে মেয়েরা যুক্তরাজ্যের নাগরিক। তাদের জন্ম এদেশে। আমি চাই তাদের সংগে দেশের যোগাযোগ থাকুক। তাদের এনআইডিগুলো পেতে চাই।
জবাবে জানালাম,

– তাদেরকেও দ্বৈত নাগরিক করে নিন।
তিনি হতাশা নিয়ে বললেন, তাদের এ বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই।
আর একজন জানালেন,

– আমি দ্বৈত নাগরিক। কিন্তু বাংলাদেশি পাসপোর্ট নবায়ন করিনি।
জবাবে জানালাম,

– এনআইডি পেতে হলে নবায়ন করে দিন।
অন্য প্রান্তের জবাব,

– ভাই টাকা লাগে। তার পরও বারবার যাওয়া আসা।

বারমিংহামস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে একজন ভদ্রমহিলা কাজ করেন। তিনি ইটালিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অনুমতি পেয়েছেন, এখন পর্যন্ত নাগরিকত্ব পাননি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশ হিসাবে তিনি যুক্তরাজ্যে এসে বাংলাদেশ হাইকমিশনে কাজ করছেন। তিনিও জানতে চেয়েছিলেন,

– স্যার, আমি কি যুক্তরাজ্য থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র পাবো ?
আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। এ ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে কমিশনকে ভাবতে হবে।

শেষ কথা:

বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই নির্বাচন কমিশনকে কাজ করতে হবে। মুজিব বর্ষে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকাভুক্ত করে জাতীয় পরিচয়পত্র হাতে তুলে দিয়ে যাত্রা শুরু করতে চাই। সমস্যা আছে, থাকবে, সমাধানও করতে হবে।

লেখক: মাননীয় নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Use of Electronic Voting Machine: Bangladesh Experience

Brigadier General Shahadat Hossain Chowdhury (Retd)

Background

The elections of Bangladesh with more than 104 million voters have always been enthusiastic and festive. The elections in the country have been conducted so far through paper voting under laborious manual works. Different kinds and sizes of papers, forms, envelops, stationeries that include needle, thread, candle and many more triggering multiple problems for the polling officials to handle. Moreover, the manual process has been subject to wrong doing by the unruly supporters of some candidates with risk of false personification, vote rigging, manipulations, violent activities etc. Culminating to closer of voting in extreme situations. Bangladesh Election Commission started pondering on finding alternatives that can ensure free and fair elections.

The BEC started digitalizing voter lists with photo and biometric feature of each voter in 2007. Their particulars have been stored in a central server station linking with all Upazila (sub-district) server stations of the country. With this preparation at hand BEC introduced Electronic Voting Machine in the local government elections in 2010.

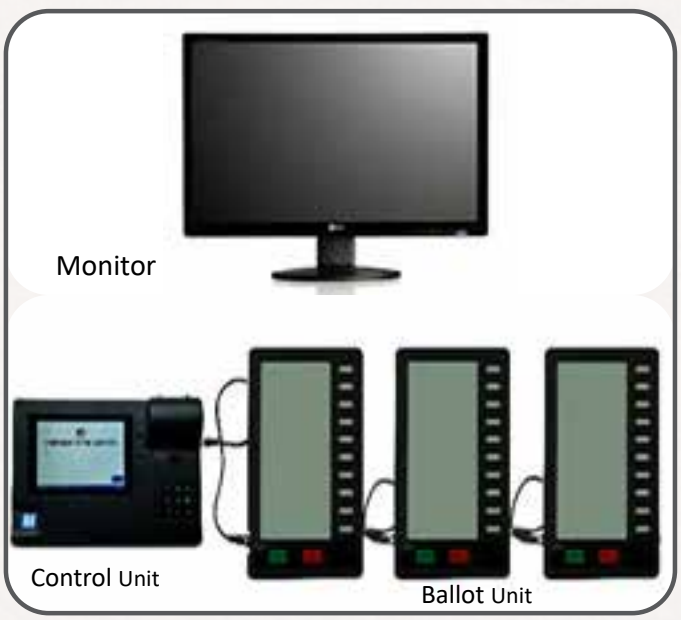

Electronic Voting Machine (EVM)

The use of EVM continued in different subsequent local government elections. It worked well but with requirements of some modifications. BEC undertook a Research & Development program with the supports of professionals and experts to improve the device for eliminating misdeeds during polls. Field trial of the new version was done through piloting in few centres of national elections of 2018 with success. The BEC keeps using EVM in subsequent by-elections of the members of Parliament as well as in many local government elections.

Salient Features of the EVM

- It needs biometric authentication for operators as well as voters;
- Once authenticated, voter's particulars with photo are displayed on monitor for the voter and other present to watch;
- The location of the system can be monitored from the central control room;
- Casting of votes cannot happen before customized time;
- EVM does not entertain stranger voter;
- EVM does not allow a voter more than once to vote for;
- EVM is password protected;
- Wrong doing of ballot staffing is not possible;
- EVM remains functional within customized time set for voting and not beyond;
- Results can be transmitted within minutes of closing the polls; and
- Audit trail is possible in case of any dispute, even after election.

Capacity Building Approaches

BEC has undertaken extensive training and voter education program for development of operational and technical skill of the polling officials as well as making voters aware of the benefit of EVM-such as:

- Training to master trainers at central, regional and local levels;
- Training to volunteers of schools and colleges;
- Training to the personnel of public offices for making a pool of skill persons;
- Demonstrations of EVM in different commercial fare;
- Arrangement of workshops with participation of citizens, media, social activists and others for sharing ideas and experiences; and
- Use the platform of social media with approach of knowing and accepting EVM in the elections.

Training to the master trainers

Voters' Awareness and Training

BEC undertakes a huge awareness program and mock voting in all areas before an election. Some of the activities are:

- Advertisement on different national/local newspapers, telecast the advertisement/TVC in the television channels, using cable operators' network, distribute leaflets, sending SMS to voters and displayed the banner, festoon, poster regarding the voting process.
- BEC arranges rally and coordination meeting with the local community (local elites, elected local representatives, religious leaders, ethnic minorities etc.) in the election areas to educate the voters and create awareness on EVM
- MOCK voting is conducted prior to actual voting day in order to familiarize the voters with the voting process.

Publicity on EVM

Mock Voting

EVM is good to go for credible elections

The EVM is an advantaged technological based device for conducting elections. It has been proved by now as user friendly, simple and dependable system for the citizens to operate and vote for. The EVM of BEC is unique in a sense that it is not connected with internet or intranet that discards any scope of hacking during the time of operation. The machine needs biometric authentication for switching on, operation and casting of votes with no chance of being operated by any unauthorized person and false voting.

The machine is programmed in a way that it cannot be switched on before the scheduled voting time. Copies of digitally printed result sheets are provided to polling agents, fixed on the wall of centre, posted to nearby post office and transmitted to the Returning Officer through Virtual Private Network within very short time.

Voter Authentication and Voting

There is a provision for audit trail in case of dispute after publication of results for using evidence in the electoral tribunal, if any.

Initially few political parties apprehended that EVM could be used for manipulation of poll results. They do not oppose it at the scale they did at the beginning upon observing the performance of EVM. The BEC have to work with the stakeholders more intently for earning trust and gaining confidence on the use of EVM in all future elections of the country.

Writer: Hon'ble Election commissioner

Striving for a Nation that Safeguards Universal Franchise: Electoral Technology

Md. Mokhlesur Rahman

A. Introduction

Universal franchise is the right of all qualified citizens, irrespective of their race, religion, language, ethnicity, caste, education, ownership of wealth, birth, the place of birth, gender or any other difference, to participate in the administration of the country and / or to elect their representatives. It is based on the principle of equality and one of the major principles of electoral rights. That is, the universal franchise confers sovereignty in the people. The United Nations (UN enshrines this cornerstone precept as "The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures"[1]. The UN further recognizes the integral role that transparent and open elections play in ensuring the fundamental right to participatory government.

Constitution of Bangladesh has addressed the issue of universal franchise and its role in the process of election very elaborating. According to it -

- 'All powers in the Republic belong to the people, and their exercise on behalf of the people shall be affected only under, and by the authority of, this Constitution'[2].
- 'The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth'[3].
- 'There shall be one electoral roll for each constituency for the purposes of elections to Parliament, and no special electoral roll shall be prepared so as to classify electors according to religion, race, caste or sex'[4].
- 'The elections to Parliament shall be on the basis of adult franchise'[5].

B. Electoral Technology –A safeguard to voting

Now-a-days technology becomes an integral part of elections. A variety of technological solutions are used to make elections more efficient and more cost- effective, and to strengthen stakeholders trust in each stage of the electoral cycle around the world. Technology establishes the right to vote that safeguards the 'will of the people', ensures the result that every vote count builds trust of the people on the electoral process and finally ensures democracy. In many countries of the world electoral technologies are being used to fight electoral fraud for long time. Although in few countries, electoral technologies- mainly electronic voting- was not found flawless, introduction of technologies in electoral process is generating interest in different countries, among voters, as well as practitioners, across the globe. Today, most Electoral Management Bodies (EMBs) around the world

1 United Nations (UN) Universal Declaration of Human Rights (1948), Article 21, Section 3
2 Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh, Article 7(1), Part I
3 Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh, Article 28(1), Part II
4 Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh, Article 121, Part VII
5 Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh, Article 122(1), Part VII

use new technologies in many ways with the aim of improving the electoral process and ensuring voter's right.

In light of benefit and experience of using technology in electoral process in different democratic countries, electoral technologies could be used in those countries where election is highly manipulated in different ways.

Like other countries, Bangladesh Election Commission is continuously improving electoral process and adopting modern technologies to increase public confidence and ensure credible and legitimate elections. The paper is intended to focus on the technologies that Bangladesh Election Commission (BEC)is using to secure universal franchise and enhance credibility in elections.

C. Bangladesh Election Commission (BEC)- Road to Technology

Bangladesh Election Commission (BEC) has readily adopted different types of technology in electoral process: Electronic Voting Machine (EVM), database system (to support voter registration process and national identity registration systems), Election Management System (candidature, election result and polling personnel management systems), Geographic Information Systems (GIS based delimitation tools) and other versatile services. BEC introduced technology in Election Management prior to 9th National Parliament Election in 2008. Since then technology is being applied in all subsequent parliamentary and local bodies' elections effectively.

BEC follows guiding principles while introducing any innovation and new technologies in electoral process for better output/results/guidelines are as follows:

- Maintain transparency and ensure ethical behavior
- Consider the security issues
- Protect from hacking/manipulation
- Consider the cost-effectiveness
- Consider the impact
- Consider the service provided to the users and their trust
- Evaluate the flexibility of the technology to adapt to election regulations
- Evaluate efficiency and sustainability
- Test the accuracy of results
- User friendly interface
- Consider reusable mechanism
- Easy portable
- Storage friendly
- Consider stakeholders views

D. Modern Devices:

i. Electronic Voting Machine (EVM):

EVM ensures that voters to freely and vote counted correctly with minimum amount of time. It thus safeguards voting. Bangladesh has started EVM in both national and Local Government elections.

Initially, the biometric verification system was absent in EVM. Now EVM incorporates with biometric verification and photo display of individual voters. EVM machine consisting of three separate units (verification unit, voting unit and ballot unit) with sophisticated and upgraded software and hardware. Voters are identified through fingerprint, voter number, National Identity (NID) number or smart NID card and issuance of ballot through Control Unit for casting vote. A monitor with EVM has been adopted for polling agents and voters to gain confidence.

The advantages of using EVM are:

- No scope to start casting of votes before scheduled time
- Being password protected, it is not possible to operate machines other than the authorized officer
- Even if the machines are taken away, there is no chance to vote illegally
- Voting is not possible without the presence of the voter due to biometric verification process
- Test and zero (0) voting and printing facilities before voting begins
- Print and announcement of results automatically after voting
- No scope of rigging, tampering, hacking and staffing result
- Scope to install Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)

BEC has taken the following measures to promote EVM:

- voter education to build up public confidence;
- display and demonstration of electronic voting system in public places
- arrangement of simulation and mock voting;
- making it user friendly;
- campaign on security, authentication and accessibility of EVM.

ii. Voter Registration Database

BEC has a voter database with 109 million voters. Voter registration is voter friendly in Bangladesh. This registration process is regulated through electoral enrollment act and rules[6]. Usually electoral role is updated almost every year. Updating program of 2019 has started from 23 May. However, voter registration is a continuous process, any citizen can register himself as voter any time at his place of residence. During enrolment, enumerators visit door to door to find the eligible person to register as voter and it is cross-checked by a supervisor who is of higher rank than the enumerator. Local government body representatives also examine a prospective voter. BEC incorporate transgender field in the database from this year.

Unique feature of voter registration of BEC is that it has a computerized database of all voters with photographs and biometric features like finger print and Iris. Because of this feature duplication in voter registration can be prevented. Major work of voter registration as well as national identity registration is now technology based in general and ICT based in particular.

6 Electoral Enrolment Act, 2009 and Electoral Enrolment Rules 2012

iii. Smart NID Card

BEC is the custodian of national identity registration and delivers NID card to the citizen[7]. At the beginning, BEC provided paper based laminated NID card. The BEC has replaced all existing paper laminated card with personalized secured smart NID card for 90 million citizens under Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA) project in 2016. Major characteristics of smart NIDs are:

- 25 different security features incorporated in 3 layers to prevent forgery and to attune the internationally recognized standards
- 100% polycarbonate materials in 5 layers are used to safeguard 10 years lifespan
- Personal information engraved by laser to protect replications through normal printers
- Transparent hologram produced by electron method is embedded
- Personal information with bearer's biometrics and photograph is stored inside the chip digitally. The operating system of smart card can run standalone applications too
- Embedded chips
- Online-offline readable
- Information stored in the smart NID can be retrieved through chip readers, 2D Barcode and Machine Readable Zone (MRZ) readers.
- Data stored incompliance with the International Civil Aviation Organization (ICAO)
- Around 20 certifications have been achieved to maintain international standard and compliances.

E. Election Management System

i. Online Nomination Paper Submission System

BEC has introduced online option enabling the candidates submit nomination papers in the 11th National Parliamentary Election for the first time. Candidates can also submit the forms in hard copies as well. This system facilitates eligible person who is interested to participate in an election as a candidate to submit nomination paper without any obstacle. This system reduces the chances of errors, saves time and reduces threat.

ii. Candidate Information Management System (CIMS)

The Representation of The People Order, 1972[8] stipulates that all contesting candidates in the election must provide 8 personal information for dissemination to the electors. BEC has developed a web-based application: Candidate Information Management System (CIMS). It is running in secured Virtual Private Network (VPN). CMIS Captured 1861 candidate's nomination information in 11th National Parliament Election of 2018. It is a tool for transparency of election process.

7 National Identity Registration Act 2010 and National Identity Registration Rules 2014
8 The Representation of The People Order, 1972, Article 12 [3(b)], Chapter III

iii. Result Management System (RMS)

Elections are fiercely sensitive and contested events. In Bangladesh, election results are announced immediately after counting ballots and consolidated result on poll day all the center. BEC has developed web interface of Result Management System (RMS) in order to make results available within very short time. RMS runs in secured VPN. Through the RMS system, Returning Office sends the progressive result to Election Commission Secretariat. The results are published in website .The basic features of the RMS:

- Data entry done side-by-side with scanned image of result slip
- Eliminate manual calculation and aggregation
- Automatic generation of "Barta Sheet" i.e. progressive result sheet
- Monitoring progression of results
- Detection of errors and efficient resolution thereof
- Automated checks
- Manual checks
- Tracking and auditing user activities
- Automatic offline and online operation mode
- Consolidation of results

iv. Polling Personnel Management System

Election management is very sensitive and arduous job. Selection of people, allocating them in a specific polling station with appointment letter, preparing budget for polling personnel, tracking them for next election etc. are very critical job. For proper selection of polling personnel BEC has created a database of polling personnel, so that the panel can be re-used in subsequent elections.

This is a web-based application. Using this software, preparing list of polling personnel, issuing appointment letters for the persons appointed and allocating budget for different head of expenditure can be accomplished. As all this information are stored in main data center located in ECB, the higher authority can also monitor the recruitment procedures and other related activities under this system.

F. Versatile Services

i. Online NID Verification Services

National Identity (NID) system has been recognized as the key component in promoting effective and efficient e-services which will accelerate to achieve Vision 2021 (Digital Bangladesh). To ensure service delivery to the right person through NID verification, ECB decided to provide online verification service to different public and private sector under MoU (Memorandum of Understanding). Any public and private organization having an agreement with BEC can avail this service. BEC will give them an access via a secured Application Programming Interface (API) to the database. Using this API they can get certain information of voters.

NBR (National Board of Revenue) verifies NID online for issuance of Electronic Tax Identification Number (e-TIN). Bangladesh Bank (Central Bank) verifies NID for its Credit Information Bureau (CIB); also the Financial Intelligence Unit (FIU) accesses NID verification for tracking unauthorized and dubious transactions. Passports and Immigration Authority verifies NID online for issuance of passports. Commercial Banks verify NID for opening customer accounts.

ii. Web Portal

All election related information, election schedule; circulars are published in BEC web portal. This web portal is easy accessible. It gives information about accessibility of polling station. All laws, rules and regulations are there in the web portal so that people can be aware of electoral procedure.

iii. GIS Based Delimitation Tool

There are 300 constituencies in the National Parliament of Bangladesh. BEC is responsible for delimiting the boundaries of the constituencies. The main criteria of delimitation are distribution of population, communication convenience and geographical compactness. BEC accomplishes it under the provisions of concern laws[9], data and GIS information tools which are obtain from different government agencies. Population data is incorporated up to lowest level using Geo code. All legal conditions are incorporated in the system. Earlier, such exercise would have required plotting on a physical map many times and would have been time consuming. But automating it allowed arriving at a decision very quickly after having results on screen and holistically.

iv. Multiple Online Services

Polling Station Information: Voters are distributed to different polling stations on the basis of gender and proximity of their place of stay. Without information of polling station together with one's voter serial number an elector may find it difficult to vote on the polling day. BEC develops a mechanism to send voters information through SMS and Web-site. Voter can send their information through SMS or can log into website and provide their particulars in a specific webpage. In return, SMS from telecom operator/ service provider send the name of the voter, voter number, serial number and name of polling station.

Online Application Service: Any citizen who is 18 years or above (left out from previous electoral roll for valid reason) can apply to register as voter through online. He/she can fill up the prescribed form online and submit with proper documents. Apart from inclusion, other online services are also available in BEC's official website. These are mainly:

- NID information correction
- apply for duplicate NID against lost/destroyed NID
- change photograph of NID
- migration from one area to another.

G. Impediments related to implement the system

BEC always considers technology to facilitate and improve the electoral process. During implementation period some challenges have been experienced. These are :

9 The Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976

- poor network connectivity;
- lack of stakeholder confidence;
- insufficient trained manpower/personnel;
- lack of technical capacity of support IT staff;
- lack of local equipment manufacturers;
- lack of interest in ICT among the general staff;
- secure electronic transmission of data.

H. Conclusion

The issue of safeguarding universal franchise is vital element in any electoral process and every nation believes in democracy and is striving to achieve this goal. Bangladesh Election Commission believes that safeguarding universal franchise has to be dealt with comprehensive approach and electoral technology can contribute greatly.

BEC implements technology successfully to conduct elections. It is proven that use of technologies in the electoral process eliminates irregularities and ensured the voters right to vote and count. Technology ensured transparency and established trust of the people. Use of technology in electoral process of striving nations obviously safeguarded universal franchise.

References

[1]United Nations (UN) Universal Declaration of Human Rights (1948), Article 21, Section 3

[2]Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh, Article 7(1)

[3]Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh, Article 28(1)

[4]Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh, Article 121

[5]Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh, Article 122(1)

[6]Electoral Enrollment Act, 2009 and

Electoral Enrollment Rules 2012

[7] National Identity Registration Act 2010

National Identity Registration Rules 2014

[8] The Representation of the People Order, 1972, Article 12 [3(b)]

[9]The Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976

Writer: Additional Secretary (PRL), Election Commission Secretariat

মুজিব বর্ষ ২০২০ এর অঙ্গীকারঃ জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব, প্রতিশ্রুতি ও প্রাসঙ্গিকতা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম এনডিসি, পিএসসি

সময়ের পরিক্রমায় সমগ্র বাঙালিজাতি এ বছর বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী-২০২০ পালন করছে। যে নেতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ নামক দেশটির জন্ম হতো না। যে নেতা উদাত্ত কণ্ঠে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে ঘোষণা করেছিলেন, "আমি, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই"। তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর এই উদাত্ত আহ্বানের মধ্যে লুকিয়ে আছে, আজকের ভোটার দিবসের প্রতিশ্রুতি ও প্রাসঙ্গিকতা। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন কালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর প্রতিপাদ্য 'ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব' নির্ধারণ করা হয়েছে। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সদা জাগরুক এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ, যা বাঙালি জাতির মহানায়ক, স্বপ্নদ্রষ্টা মহান নেতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণে সুপ্ত হয়ে আছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২১ ও ১২২ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশি নাগরিকদের এই অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমেই সাম্যের ভিত্তিতে সঠিক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ (ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ১০ ও ১১ ধারা এবং ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি নির্ভুল ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপি ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ২০০৭ সাল থেকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটারদের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণের মাধ্যমে ২০০৮ সালে প্রথমবারের মত ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। নিবন্ধনকৃত ভোটারদের তথ্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন একটি ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হয় যা প্রতিবছর নির্ধারিত পদ্ধতিতে হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। এ ডেটাবেজে বর্তমানে প্রায় ১০ কোটি ৯৬ লক্ষ ভোটারের তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। ভোটার তালিকার "বাই-প্রোডাক্ট" হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হলেও সময়ের বিবর্তনে নাগরিকগণ এখন জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির জন্যই ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হচ্ছেন। সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশি নাগরিকদের যে কোন সেবা প্রাপ্তি, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা ও সঠিক পরিচিতি নির্ণয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র এখন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও অপরিহার্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জাতীয় ভোটার দিবসের প্রেক্ষাপট

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে দিবসটি পালন করা হয়। সার্কভূক্ত দেশসমূহের নির্বাচনি সংস্থা Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)-এর ৪র্থ সভার "রেজুলেশন" সদস্য দেশসমূহে ভোটার দিবস পালনের অঙ্গীকার রয়েছে। বাংলাদেশ FEMBoSA-এর উদ্যোক্তা সদস্য দেশ হওয়ায় জাতীয়ভাবে ভোটার দিবস উদযাপনের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ২ মার্চ তারিখকে 'জাতীয় ভোটার দিবস' ঘোষণা করেছে এবং এ তারিখে 'জাতীয় ভোটার দিবস' হিসেবে উদযাপনের নিমিত্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন সংক্রান্ত পরিপত্রের "খ" শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ বছর দ্বিতীয়বারের মত জাতীয়ভাবে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দেশব্যাপী উদযাপন করতে যাচ্ছে।

ভোটার দিবস পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিশ্বাস করে একজন যোগ্য নাগরিকও ভোটার তালিকার বাহিরে থাকবে না। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বাংলাদেশের নাগরিক যারা ভোটার তালিকার আইন ও বিধি অনুযায়ী ভোটার হওয়ার যোগ্য তাদেরকেই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আর এই নির্ভুল ভোটার তালিকা দিয়েই নির্বাচন পরিচালনা করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভোটার হওয়া একজন নাগরিকের জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পথকে সুগম করে। এ জন্য দেশে ও বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের নিবন্ধনে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সদা সচেষ্ট। নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বর্তমানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দুটো পদ্ধতিতে নির্বাচন পরিচালনা করছে। একটি কাগজের ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে এবং অপরটি হচ্ছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (EVM) এর মাধ্যমে। উভয় পদ্ধতিতে নির্ভুল ভোটার তালিকা একটি অপরিহার্য উপাদান। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে ও ভোটার তালিকা থেকে বাদপড়া একজন নাগরিক ভোটার তালিকায় কীভাবে নাম নিবন্ধন করবেন, নিবন্ধনের জন্য কী কী দলিলাদি প্রয়োজন, কোথায় নিবন্ধিত হবেন, কেন ভোটার হবেন, কেন ভোট দেবেন ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেনতা সৃষ্টি আবশ্যক। এ ছাড়াও ভোটার নিবন্ধনকালে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা বা তথ্য গোপন রেখে ভোটার হওয়া অথবা একাধিকবার ভোটার হওয়ার আইনগত বিধি/নিষেধ, এ ক্ষেত্রে আইন ভঙ্গ করা বা অপরাধের শাস্তির বিষয়টিও নাগরিকদের জানা থাকা প্রয়োজন। এ সকল তথ্য সমন্বিতভাবে নাগরিকদের জানানোর জন্য একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হচ্ছে ভোটার দিবস।

ভোটার হওয়া জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির পূর্বশর্ত

২০০৮ সাল থেকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটারদের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণের মাধ্যমে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণীত হয়ে আসছে এবং সকল ভোটারের এ সংক্রান্ত তথ্যাদি একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষিত রয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ১৮ বৎসরের উর্ধ্বের প্রায় সকল বাংলাদেশি নাগরিকের বায়োমেট্রিক তথ্য সহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করেছে, যা জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা এবং নির্বাচন পরিচালনা পদ্ধতিকে করেছে আরো সমৃদ্ধ। নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির পরপরই ভোটারগণকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করে থাকে। জাতীয় পরিচয়পত্র তথা এনআইডি ভোটার তালিকার একটি "বাই- প্রোডাক্ট" যা বর্তমানে নাগরিক জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় দলিলে পরিণত হয়েছে।

জাতীয় পরিচয়পত্র ও নাগরিক সেবা গ্রহণ

ভোটার তালিকার "বাই-প্রোডাক্ট" হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হলেও সময়ের বিবর্তনে নাগরিকগণ এখন জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির জন্যই ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হচ্ছেন। নাগরিকদের সেবা প্রদান, সঠিক ব্যক্তির সঠিক সেবা নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপকারভোগীকে চিহ্নিত করণের জন্য এ তথ্যভান্ডার অত্যাবশ্যকীয়। সরকারের সু-শাসন, ই-শাসন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এমন একটি নির্ভরযোগ্য কম্পিউটারভিত্তিক ও ডিজিটাল তথ্যভান্ডার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের সেবা দানের স্বার্থে অন-লাইন অভিগম্যতা (accessibility) কাজে লাগিয়ে সঠিক ব্যক্তির সঠিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও সঠিক উপকারভোগীকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের তথ্যভান্ডার মূল নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন কমিশনের তথ্য ভান্ডারে নাগরিকদের প্রায় ৪৬ ধরণের তথ্য রয়েছে।

দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের এত ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান নির্বাচন কমিশনের প্রতি সর্বসাধারণের অবিচল আস্থার প্রতিফলন। নির্বাচন কমিশনের সাথে ১২৬টি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) রয়েছে যার ভিত্তিতে এ সকল সংস্থা নাগরিক সেবা প্রদান কালে ডেটাবেইজের মাধ্যমে নাগরিকদের পরিচিতি যাচাই করে থাকে। নাগরিকদের আস্থার প্রতি সম্মান রেখে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ব্যক্তিগত তথ্যের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে তথ্যভান্ডার হতে নির্ধারিত তথ্যসমূহ যাচাইয়ের এখতিয়ার প্রদান করে। এইসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের ডেটাবেইজ থেকে সেবাগ্রহীতাদের পরিচয় সংক্রান্ত নির্ধারিত তথ্যসমূহ যাচাই করে নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের সেবা (e-KYC) নিশ্চিত করে আসছে। জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমেই সঠিক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ভোটার তালিকার কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার হতে আঙ্গুলের ছাপ যাচাইয়ের মাধ্যমে অজ্ঞাতনামা লাশের

পরিচয় নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সীমিতকরণ, দুর্নীতি রোধসহ নানাবিধ সামাজিক স্থিতিশিলতা বজায় রাখার স্বার্থে সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারের তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে সফল ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের ডেটাবেজ ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় সরকারি সুবিধা প্রাপ্ত জনগণকে সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করছে। সরকার টু ব্যক্তি (G২P) পদ্ধতিতে সরাসরি সুবিধাভোগী ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর কার্যক্রমের আওতায় সঠিক সুবিধাভোগী চিহ্নিত করণ করা হচ্ছে। সরকারের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। মোবাইল সিম নিবন্ধন, ব্যাংক হিসাব খোলা, ঋণ প্রাপ্তিতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রাহক পরিচিতি যাচাই (e-KYC) পরিপালন সহজসাধ্য হচ্ছে এবং এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এতে করে সরকারি অর্থের অপচয় রোধ হচ্ছে যা পরোক্ষভাবে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাই সকল যোগ্য নাগরিকেরই উচিত স্ব-উদ্যোগে সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ও ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অংশ নেওয়া।

দশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ নাগরিকের তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ ডেটাবেইজটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। ডেটাবেজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিচিতি সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তরিকভাবে নাগরিকদের যথাযথ সেবা দ্রুততার সাথে প্রদান নিশ্চিত করাই আজকের অঙ্গীকার। এ বিষয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনগণকে জানানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে "জাতীয় ভোটার দিবস"।

'ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব'- জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০ এর প্রতিপাদ্য

এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব'। ভোটার হওয়া ও ভোট প্রদানের অধিকার প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। বর্তমানে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (EVM) এর মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে ভোটারকে আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে সঠিক ভোটার শনাক্তকরণ করা হয় এবং ভোটারগণ তাদের ভোটাধিকার সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগে অনুঘটকের কাজ করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২১ ও ১২২ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের এই অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে। সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে:

"১২১ । সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকার একটি করিয়া ভোটার তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না ।

১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) ....."

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে:

"১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ভোটার হওয়া ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মাধ্যমে নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের মহান সংবিধান প্রদত্ত সরকার পরিচালনার জন্য জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারকে সমুন্নত করার লক্ষ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভোটার হওয়ার যোগ্যতাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের ভোটার হওয়ার যোগ্যতার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যার প্রতিফলন ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এ ঘটেছে। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ৭ ধারার (১) উপ-ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি ভোটার হওয়ার যোগ্য হবেন যিনি:

(ক) বাংলাদেশের একজন নাগরিক ;

(খ) আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক নন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত নন;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকার অধিবাসী বা অধিবাসী বলে গণ্য;

(ঙ) Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, ১৯৭২ (P.O. No. ৮ of ১৯৭২) এর অধীন কোন অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে থাকেন; এবং

(চ) International Crimes (Tribunals) Act, ১৯৭৩ (Act No. XIX of ১৯৭৩)-এর অধীন কোন অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে থাকেন।

ভোটার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি

সকল উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসার হলেন রেজিস্ট্রেশন অফিসার। চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উপজেলা বা থানা নির্বাচন অফিসে গিয়ে ভোটার হতে হলে ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য নিবন্ধন ফরম-২ ও ফরম-১১ যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় দাখিল করতে হবে। এছাড়া, এর সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজাদির প্রয়োজন হবে: যথা-

(১) জাতীয়তা বা নাগরিকত্বের সনদপত্র;

(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত জন্ম সনদপত্র;

(৩) সনাক্তকারীর এনআইডি নম্বর (পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্বামী/স্ত্রী কিংবা সন্তান হলে ভাল হয়);

(৪) ইউটিলিটি বিল (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন/মোবাইল) /চৌকিদারি রশিদের ফটোকপি;

(৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র।

প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস

দেশের সকল উপজেলা/থানা নির্বাচন কার্যালয়ে প্রবাসী নাগরিকদের নিবন্ধনের জন্য বিশেষ ডেস্ক চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রবাসী নাগরিকগণ যেন দেশে এসে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরিচয় নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র পেতে পারেন সে লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার জন্য ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু রয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজাদির প্রয়োজন হবে: যথা-

ক) বাংলাদেশি বৈধ পাসপোর্ট-এর ১ থেকে ৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত (অর্থাৎ যে পৃষ্ঠায় পাসপোর্ট এর বৈধতার মেয়াদ দেয়া আছে)

খ) সর্বশেষ Arrival সিল-সম্বলিত পৃষ্ঠা এবং ভিসার সিলযুক্ত পৃষ্ঠার ফটোকপি; এবং

গ) দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদপত্র যাদের বৈধ বাংলাদেশি পাসপোর্ট নেই; উল্লেখ্য Citizenship (temporary provision) Order, ১৯৭২ P O. No- ১৪৯ of ১৯৭২) Section ২B এর sub-section (২) তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে যে সকল বাংলাদেশি যুক্তরাজ্য, উত্তর আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা), হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব

প্রদান বা বহাল থাকিবার বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিরাগমন শাখা-৩ হতে নিম্নরূপ নির্দেশনা রয়েছেঃ

ক) বাংলাদেশের বলবৎ আইন অনুযায়ী কোন বাংলাদেশের নাগরিক উল্লিখিত দেশসমূহের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলেও সে দেশের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির জন্য পঠিতব্য শপথ বাক্যে যদি নিজ দেশের (বাংলাদেশের) আনুগত্য প্রত্যাহার এর শপথ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বাংলাদেশের নারকিত্ব বহাল থাকিবে;

খ) উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে উল্লিখিত দেশসমূহের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী বাংলাদেশের নাগরিক-কে বাংলাদেশ সরকারের নিকট হইতে দৈত্ব নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না;

গ) উল্লিখিত দেশসমূহের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী বাংলাদেশি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের বাংলাদেশি পাসপোর্ট সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে পারিবেন;

ঘ) তাঁহাদের পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাহা যথারীতি নবায়ন করিতে হইবে;

ঙ) ইতিপূর্বে যাহারা উল্লিখিত দেশসমূহের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নামেও পুনরায় বাংলাদেশি পাসপোর্ট প্রদান করা যাইবে।

প্রবাসীদের ভোটার হওয়ার জন্য বিদেশে ভোটার নিবন্ধনের উদ্যোগ

বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশি নাগরিকরাও যেন দেশে না এসে ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারেন সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যে প্রবাসী নিবন্ধন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। অনলাইনে পরিচয় নিবন্ধনের জন্য আবেদন গ্রহণ ও পর্যালোচনা চলমান রয়েছে। খুব শিঘ্রই প্রবাসে নিবন্ধন টিম প্রেরণ, বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট কার্ড প্রদানের কার্যক্রম আরম্ভ হবে।

প্রতিবন্ধীদের ভোটার হওয়ার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান

ভোটার হওয়ার যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য স্থানীয় থানা বা উপজেলা নির্বাচন অফিসে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

একাধিকবার ভোটার না হওয়া

একাধিকবার ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়া যাবেনা। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ৯ ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন ভোটার এলাকার বা নির্বাচনি এলাকার ভোটার তালিকায় একাধিকবার; বা

(খ) একাধিক ভোটার এলাকার বা নির্বাচনি এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারী হবেন না।

মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ভোটার হওয়ার শাস্তি

ভোটার তালিকা আইন, ২০১৮-এর ১৮ ধারা অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি- কোন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পুনঃপরীক্ষণ, সংশোধন বা হালনাগাদকরণ সম্পর্কে; বা কোন ভোটার তালিকাতে কোন অন্তর্ভুক্তি বা তা হইতে কোন অন্তর্ভুক্তি কর্তন সম্পর্কে; এমন কোন লিখিত বর্ণনা বা ঘোষণা প্রদান করেন যাহা মিথ্যা এবং যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

অযোগ্যদের নাম তালিকা হইতে কর্তন

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ৮ ধারা অনুসারে নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে ভোটার তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা হতে কর্তন করতে হবে, যথা: -

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না থাকলে;

(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হলে;

(গ) Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, ১৯৭২ (P.O. No. ৮ of ১৯৭২) এর অধীন কোন অপরাধে দন্ডিত হলে; এবং

(ঘ) International Crimes (Tribunals) Act, ১৯৭৩ (Act No. XIX of ১৯৭৩)-এর অধীন কোন অপরাধে দন্ডিত হলে।

এক ভোটার এলাকা থেকে অন্য ভোটার এলাকায় নাম স্থানান্তর

যদি কোন ব্যক্তি, বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে বিদ্যমান কোন ভোটার এলাকার ভোটার তালিকা হতে অন্য ভোটার এলাকার ভোটার তালিকায় নাম স্থানান্তর করতে আগ্রহী হলে, তাকে ফরম-১৩ পূরণ করে, যে এলাকার ভোটার তালিকায় নাম স্থানান্তর করতে আগ্রহী, সেই এলাকার সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা নির্বাচন কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করতে হবে। স্থানান্তরের আবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা নির্বাচন কর্মকর্তা আবেদনকারীকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করতঃ শুনানিতে সন্তুষ্ট হলে, উক্ত ব্যক্তির নাম সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বছরব্যাপী নির্বাচন কার্যালয়সমূহে এ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ভোটার তালিকা হালনাগাদ কালে নুতন ভোটার নিবন্ধনের তথ্যের পাশাপাশি মৃত ভোটারের তথ্য কর্তন এবং ভোটার এলাকা স্থানান্তরের তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ২০১৯ সালে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে ভোটার এলাকা স্থানান্তরের জন্য প্রাপ্ত ২,৯৬,৫১১ টি আবেদন ইতোমধ্যে ডেটাবেইজে স্থানান্তর করণ সম্পন্ন হয়েছে।

ভোটার তালিকা বা জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংশোধন

নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোটারগণ উপজেলা নির্বাচন অফিসে বা থানা নির্বাচন অফিসে আবেদনের ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় বা জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত তথ্য সংশোধন করতে পারবেন। আবেদনে উল্লিখিত সংশোধিত তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক বিবেচিত হলে প্রদত্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ভোটারের ডেটাবেইজে, ক্ষেত্রমত, সংযোজন, বিয়োজন বা প্রতিস্থাপন করা হয় এবং ভোটারকে একটি সংশোধিত জাতীয় পরিচয়পত্রও সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ভোটার তালিকা বা জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে ভোটারকে তার দাবীকৃত সংশোধিত তথ্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমানাদি উপস্থাপন করতে হয়। বর্তমানে আইডিইএ প্রকল্পের জনবল ও কারিগরি সহায়তায় নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রমের আওতায় নাগরিকদের এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নাগরিকদেরকে দ্রুততার সাথে এ সেবা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের উন্নয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক যেন পরিচয় নিবন্ধন করেন, ভোটার তালিকাভুক্ত হন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। যুগোপযোগী নির্বাচনি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভোট গ্রহণ ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ধারাবাহিক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের নতুন সংযোজন বায়োমেট্রিক ফিচার সম্বলিত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)। উন্নত ও ব্যবহার বান্ধব প্রযুক্তির ইভিএম ব্যবহার প্রক্রিয়া সহজসাধ্য হওয়ায় ভোটারদের

ভোট প্রদান সহজ হয়েছে। এক জনের ভোট অন্য জন দেয়া, আগের রাতে ভোট দেয়া, ভোট কেন্দ্র দখল করে ভোট দেয়া, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই, অবৈধ ভোট প্রদান ইত্যাদি প্রতিরোধ করে ভোটের অধিকার রক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে ইভিএম। প্রত্যেকটি কেন্দ্র ও বুথ অনুযায়ী পৃথক মেশিন কাস্টমাইজেশন করা, ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা, নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে মেশিন চালুর সুযোগ না থাকায় এ মেশিনের মাধ্যমে ভোট দান বা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এ ছাড়াও ইভিএম এর মাধ্যমে শূন্য ভোটিং, স্বয়ংক্রিয় ফলাফল মুদ্রণ ও ঘোষণা এবং মেশিন ব্যবহারের লগ সংরক্ষিত থাকায় ভোট গ্রহণ ও প্রদানে যে কোন ধরনের জালিয়াতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নাগরিকগণ জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ গড়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। নাগরিকদের ভোটাধিকার রক্ষা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইভিএম প্রচলন, বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনগণের নিকট তুলে ধরার আন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিনই হচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস।

কারা ভোট দিতে পারবেনঃ

সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের ভোটার তালিকায় যাদের নাম থাকবে। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯-এর ধারা ৮ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ভোটার এলাকার ভোটারগণ সেই এলাকার প্রার্থীগণকে ভোট দিতে পারবেন।

কারা ভোট দিতে পারবেন নাঃ

ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করবেন। কাজেই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ভোটার তালিকায় যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না।

উপসংহারঃ

উপসংহারে বলা যায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথ সুগম করতে পারে। ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা যে কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিশ্বাস করে একজন যোগ্য নাগরিকও ভোটার তালিকার বাইরে থাকবে না। প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক যদি ভোটার তালিকাভুক্ত হন তবে তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনে ও দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং একই সাথে তিনি রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল নাগরিক সেবা প্রাপ্তিও নিশ্চিত করতে পারবেন। জাতীয় পরিচয়পত্র অধিকার ও সেবা গ্রহণের প্রমানপত্র। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেশের সকল নাগরিকের তথ্যভান্ডার নিরাপদকরণ ও নির্ভরযোগ্য পরিচিতি ব্যবস্থা প্রচলণের মাধ্যমে সামাজিক সেবা কর্মসূচী, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে সুবিধাভোগীকে চিহ্নিতকরণ ও তার অধিকার সুরক্ষায় সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। ডেটাবেইজ ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় সরকারি সুবিধা প্রাপ্ত জনগণকে সরকারী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করছে। সরকার টু ব্যক্তি (G২P) পদ্ধতিতে সরাসরি সুবিধাভোগী ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর কার্যক্রমের আওতায় সঠিক সুবিধাভোগী চিহ্নিত করণ করা হচ্ছে। সরকারের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। মোবাইল সিম নিবন্ধন, ব্যাংক হিসাব খোলা, ঋণ প্রাপ্তিতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রাহক পরিচিতি যাচাই (e-KYC) পরিপালন সহজসাধ্য হচ্ছে এবং এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এতে করে সরকারি অর্থের অপচয় রোধ হচ্ছে যা পরোক্ষ ভাবে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

নির্দিষ্ট বয়সী দেশের সকল জনগোষ্ঠী এ কার্যক্রমের সুবিধাভোগী। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সাথে এ কার্যক্রম সরাসরি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মিশন হলো সকল যোগ্য নাগরিকদের ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া। একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা করা। সরকারের সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিচালনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে মর্মে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ কারণ নির্বাচন কমিশন তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটার নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও ভোটগ্রহণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নাগরিককে বৈধ পরিচয়পত্র প্রদানের পাশাপাশি জন্ম নিবন্ধন সরবরাহ করা হবে মর্মে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি'র) ১৬.৯ নং লক্ষ্যমাত্রায় উল্লেখ করা হয়েছে। সে বিবেচনায় ভোটার দিবস টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি'র) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অর্জনে সহায়ক হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (SDG) টার্গেট সমূহের মধ্যে ১৬.৯ কো-লীড এবং ১৬.৬ ও ১৬.৭ অ্যাসোসিয়েট ভূমিকা হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ। আইডিইএ (IDEA) এবং ইভিএম (EVM) প্রকল্প দু'টির কার্যক্রমের সাথে ভোটার দিবসটি অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। প্রকল্প দুটি সরকারের সার্বিক উচ্চতর লক্ষ্য বা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করবে। ভোটার দিবসের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার আরো জোরদার হবে। এ ছাড়াও ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমকে বেগবান করার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নাগরিককে বৈধ পরিচয় পত্র প্রদান সংক্রান্ত এসডিজি'র ১৬.৯ নং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

ভোটার দিবসের মাধ্যমে ভোটার তালিকা, ভোটার নিবন্ধন ও পরিচিতি সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি ব্যাপক সংখ্যক নাগরিকের মধ্যে প্রচার করা হলে নাগরিকসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সহজতর হবে। এর ফলে কমিশনের সকল কার্যালয়ে সরকারের সুশাসন, ই-গভর্নেন্স, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক সুবিধাভোগী সনাক্তকরণের মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী, সরকারি সেবাসমূহ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রণোদনা সৃষ্টি হবে। ভোটার দিবসের এ কর্মসূচী, এই উদ্যোগ সকল যোগ্য নাগরিককে ভোটার হতে উৎসাহিত করা, ভোটাধিকার প্রয়োগ ও দেশগড়ায় অংশগ্রহণ এ বছরের জাতীয় ভোটার দিবসের মূল আহ্বান।

লেখক: মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ

আগের দিনের ঢোল সহরত এবং অধুনা ভোটার শিক্ষণ কার্যক্রম

মোঃ নুরুজ্জামান তালুকদার

নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে নির্বাচন জ্ঞানসম্পন্ন ভোটার। এজন্য নির্বাচন এবং ভোট সম্পর্কে ভোটার শিক্ষা প্রদান করা নির্বাচন কমিশনের অন্যতম দায়িত্বের আওতায় পড়ে।

নির্বাচনের ক্ষেত্রগুলি প্রশস্ত হওয়ায় ভোটারের জন্য জানার ক্ষেত্রগুলিও বিস্তৃত হয়েছে। কোন এক সময় জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকার মিলে তিন চার প্রকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত। বাংলাদেশে এখন এই সংখ্যা ৭ প্রকার। এর মধ্যে দু'টিতে প্রত্যক্ষ ভোটের ব্যবস্থা না থাকলেও জনগণকে জানাতে কোন বাধা নাই। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্রমবর্ধমান স্থান পরিবর্তন এবং স্থানান্তরিত এলাকার নতুন জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে পছন্দের প্রয়োগ। আগের দিনে সমাজের প্রভাবশালী এবং অতি পরিচিত ব্যক্তিরাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু বর্তমানে ঐ দুই পদের ব্যক্তি ছাড়াও হঠাৎ কিছু টাকা হাতে পাওয়া মানুষ এবং ক্ষমতা বলয়ের কাছাকাছি মানুষেরাও নির্বাচনে অংশগ্রহণের শখ প্রকাশ করেন। মানুষের শখ বলে কথা। অর্থাৎ নির্বাচনে প্রতিটি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যাও উর্দ্ধগামী। এখানেও ভোটারগণের জন্য জানার ক্ষেত্র বাড়লো। নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রমগুলি যেমন: ভোটার নিবন্ধন, প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুত, জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন প্রক্রিয়া, এলাকা পরিবর্তন, ব্যালট পেপারে ভোটদান পদ্ধতি, ইভিএম এ ভোটদান পদ্ধতি, ভোটকেন্দ্রের অবস্থান, ভোটদানের সময় ভোটারদের নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় রাখার কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যেক ভোটারের জানা জরুরি। আর নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো মোটাদাগে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রত্যেক ভোটারকে জানানো।

এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে জানান দেয়া যায়। খুবই ব্যয়বহুল প্রকল্প হাতে নেয়া যাবে না। কারণ জনগণের টাকার হিসাব সবাইকে দিতে হয়। বিদ্যমান ভোটার শিক্ষণ বা ভোটার এডুকেশন মাধ্যমগুলোর মধ্যে পুরাতন মাধ্যম হচ্ছে টেলিভিশন, রেডিও, পোষ্টার, ব্যানার এবং এলাকা ভিত্তিক সংগীত/নাটিকা প্রচার ইত্যাদি। আর অধুনা মাধ্যম হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ, মোবাইলে সংক্ষিপ্ত বার্তা সেবা (এসএমএস) এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড। পুরাতন নতুন মিলে সব মাধ্যমেই আমরা শুনতে, শোনাতে, বুঝতে এবং বুঝাতে সক্ষম। কাজেই সবগুলো মাধ্যমই সময় বিবেচনায়, সুযোগ বিবেচনায় এবং ব্যয় বিবেচনায় ব্যবহার করতে হবে। দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য অবশ্যই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং আগ্রহী/ তালিকাভুক্ত সামাজিক সংগঠনগুলোকে কেন্দ্রবিন্দু করে ভোটার শিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা আবশ্যক।

আমাদের দেশে ভোটার এডুকেশন খুব সহজে সম্পাদনযোগ্য। কারণ দেশের সকল মানুষ একটিমাত্র ভাষাতেই কথা বলে, লেখে এবং পড়ে। এই সহজ বিষয়টি সহজে ভোটারদের নিকট পৌঁছাতে হলে প্রয়োজন ভোটার এডুকেশনকে একটি চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে রাখা। কিছু কার্যক্রম সব সময় চলতে পারে। যেমন নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কিছু স্লোগানের স্থায়ী প্রদর্শন (ডিজিটাল বিলবোর্ড), মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত নির্বাচন ও ভোট সংক্রান্ত বিষয়গুলি পড়ানোর বিষয়ে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারগণ ব্যবহারিক ও বাস্তবিক ব্যাখ্যা দিবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারগণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যেতে পারেন।

ভোটার এডুকেশনের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় অনুসৃত বিদ্যালয় কেন্দ্রিক কর্মসূচি অনুসরণীয়। অস্ট্রেলিয়ার পুরাতন সংসদ ভবনে (ক্যানবেরা) স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য স্থায়ীভাবে ভোটার এডুকেশন অডিটোরিয়াম স্থাপন এবং নিয়মিত অনুষ্ঠানগুলি সত্যিই উপভোগ্য, প্রশংসনীয়, শিক্ষণীয় এবং কার্যকর। এভাবে আমরাও জেলা/উপজেলা শিশু একাডেমি এবং শিল্পকলা একাডেমিতে

ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে ভোটার এডুকেশন কার্যক্রম করতে পারি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সময়সূচি নির্ধারণ করে এই কার্যক্রম চালানো যায়। দুদকসহ বেশ কিছু বিভাগ শুদ্ধাচারসহ নির্ধারিত বিষয়গুলোর প্রচারণায় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ সহজেই অনুমেয়। ছাত্র ছাত্রীরা কোন বিষয়ে জানলে তাদের পিতামাতাসহ পরিবার এবং আশে পাশের সবাইকে জানাতে পারে। আর নিজেদের জানাটাতো ভবিষ্যতের জন্য সম্বল হয়ে থাকলো।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটগ্রহণের ১০ দিন পূর্ব থেকে ভোটার এডুকেশনের জন্য নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করেছে। ইভিএম প্রদর্শন হয়েছে এবং মক ভোটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে কয়েক লক্ষ লিফলেট বিতরণ। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ভোটারদের কাছে ইভিএম পরিচিত এবং সহজবোধ্য করার জন্য নির্বাচন কমিশন যথাসম্ভব সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এগুলো দৃশ্যমান হয়েছে এবং ভোটার এডুকেশনের জন্য প্রাপণীয় সকল মাধ্যম ব্যবহারের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া গেছে। এখন প্রাপণীয় সম্পদ, জনবল, সমন্বিত কর্ম পরিচালনা ও সৃজনশিল কর্মপন্থার মাধ্যমে ভোটার এডুকেশনকে চলমান প্রক্রিয়ায় রাখতে হবে। হঠাৎ কিছু ছিটে ফোটা কার্যক্রম ভোটারদের জানার জন্য যথেষ্ট এবং ফলপ্রসূ হবে না। আগের দিনে শুধু ঢোল সহরত আর কিছু লিফলেট বিলি করেও যতখানি প্রচার করা যেতো আজকের দিনে তা ভাবাও অনুচিত হবে।

বাস্তবতা হলো আগের দিনের ঢোল সহরতের মতো একক বা ছোট মাধ্যম একাই আর ভোটার শিক্ষণের দামামা বাজাতে পারবে না। এর সঙ্গে চাই অধুনা মাধ্যম: টিভিসি, রেডিও সম্প্রচার, শিক্ষা কারিকুলাম, ডিজিটাল এ্যাড, সিনেমা হলে এ্যাড, স্কুল কলেজে নিয়মিত আয়োজন, প্রতি সপ্তাহে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসভিত্তিক ইভিএম ও অন্যান্য কার্যক্রমের প্রদর্শন, দেশের সকল জনসমাগম স্থানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব স্লোগান প্রদর্শন। একই সঙ্গে সকল বিভাগের এবং জনগণের আন্তরিকতা থাকলে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম এবং ভোটারদের জানার মধ্যে বিন্দুমাত্রও ব্যবধান থাকবেনা।

লেখক: মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
ও
সভাপতি
বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশন অফিসার্স এসোসিয়েশন

FEMBoSA-An Initiative of Bangladesh Election Commission

Md. Abdul Halim Khan

Kuraag kindag Bangladesh Election Commission has been working for cooperation with Election Management Bodies across the world following the guidelines of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who believed in the cooperation with other nations to foster world peace and prosperity. This policy of cooperation in the sphere of election management came into being with the establishment of the Forum of Election Management Bodies of South Asia-FEMBoSA.

Bangladesh Election Commission played the pioneering role in the formation of this regional organization of SAARC Member States. To make it happen, with the initiative of Bangladesh Election Commission, a meeting on Cooperation between Election Commission of the South Asia Region was held in Dhaka on May 29 and 30, 2010. The purpose of the meeting was twofold: exchange of views on some of the continuing and emerging issues before the Electoral Management Bodies (EMBs) relevant to the conduct of free and fair elections, but, more importantly, discussion and agreement on the steps towards establishing an institutional mechanism for such interaction on a regular and continuing basis. In that meeting Bangladesh proposed a draft charter for the Forum which was discussed and revised and sent to the Heads of the EMBS for further processing with their relevant authorities. As a continuation of this initiative, 2nd Conference of Election Management Bodies of SAARC Member States was held Islamabad, Pakistan on September 8-9, 2011 with renewed pledge for cooperation among the EMBs of the SAARC Member States.

Finally, the Forum started its formal journey with adoption of its Charter in its 3rd meeting in Delhi on 1 May, 1912. Thus the Forum came into existence and the third Conference is treated as the first meeting of the council of the Forum which was a big step towards its fruition.

The 4th Meeting of the FEMBoSA held in Bhutan in 2013 is marked by the adoption of the Forum's Rules of Procedure and Forum's acronym. The meeting unanimously adopted the Logo of the Forum which was submitted by Bangladesh Election Commission.

The Meeting also decided that acronym for use in document shall be FEMBoSA, while the acronym for use on the Logo shall be FEMB-South Asia.

The Meeting also resolved that cach member EMB shall invite a Forum Team on study tour during national and local elections in any of the member countries; and capacity development training and workshops for the Forum officials will be held in respective training institutes of the member countries.

The 5th Meeting of the Forum was held in Kathmandu, Nepal on 30h November, 2014 which adopted "Free and Fair Election: Pride of Nation" as the motto of the Forum of Election Management Bodies South Asia.

The meeting decided that member EMBs of FEMBoSA would endeavor to introduce electoral/ voter education curriculum at school level to spread electoral literacy and also would endeavor to ensure inclusion and gender equality in overall electoral process and systems as per their demographic structure.

The meeting also suggested that each member of EMBs of FEMBoSA would observe a day in each calendar year to mark the importance of role played by voters in strengthening democracy.

The 6th Meeting held in Colombo, Sri Lanka on 2nd October ,2015 "Free and Fair Election: Pride of Nation" as motto of the Forum of EMBs.

The 7th Meeting held in Maldives on August 3, 2016 agreed to develop and adopt modern technology for conducting free and fair elections in the member EMBs; and make election process further inclusive with special focus on differently abled electors.

It also resolved to share mechanism on Election Dispute Resolution (EDR) among the member EMBs; and share the information among the EMBs through the web portal.

The 8th Meeting held in Kabul, Afghanistan resolved to:

Conduct feasibility study for the establishment of secretariat of FEMBoSA.

Cooperate in capacity building of the member countries.

Host election visitor programs in their countries as feasible.

Actively share knowledge in ICT tools and modules being used by the member EMBS and to develop standards for sustainable use of ICT in clections.

Share information among the EMBs through the www.fembosa.af web portal.

Bangladesh Election Commission hosted the 9th FEMBoSA meeting with due importance and festivity and with the participation of all member EMBs. The 9th Forum Meeting held in Dhaka, Bangladesh, resolved to:

1) Implement the work plan as approved by the member EMBs in the 9h meeting of FEMBoSA;
2) Acquire the confidence of the voters as well as the political parties;
3) Strengthen perception of people on trust of credible elections;
4) Recognize the cyber security threat of availability, integrity and confidentiality of the Electoral Eco System keeping in view with the major challenges of adopting technology in electoral process,
5) Maintain the permanent content management based web portal of FEMBoSA to share information among the EMBs through the www.fembosa.org web portal.

The last but not the least the 10th meeting of the Forum was held in Delhi, India on 24 January, 2020 marking the continuation of the Forum. According to the charter, the prime objectives of this Forum are as follows:

a) To promote contact among the Election Management Bodies of the South Asian countries;

b) Share experiences with a view to learning from each other and

c) Cooperate with one another in enhancing the capabilities of the Election Management Bodies towards conducting free and fair elections.

Since its inception, the Forum has successfully arranged the annual meetings with only a few exceptions. The 9th meeting was held in 2018 in Bangladesh. Bhutan was supposed to arrange it in 2019. However, for some unavoidable reason it didn't happen. But Election Commission of India came forward and made it happen making its journey smooth renewing its commitment that in spite of all obstacles the Forum will continue its journey.

KM Nurul Huda, Honourable Chief Election Commissioner, Bangladesh Election Commission took over the Chair of the FEMBoSA on 6 September 2018 and discharged all functions and matters related to FEMBoSA until 24 January 2020. During his tenure the Forum was vibrant with the spirit of FEMBoSA. Member EMBs of FEMBoSA were invited to Bangladesh on visitor programme / study tour during Parliamentary elections in 2018. Bangladesh Election Commission organized a training programme for the officials of the Election Commission of Bhutan.

Writer: Deputy Secretary
Election Commission Secretariat

প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক নিবন্ধনের আদ্যপান্ত

মুহাঃ সরওয়ার হোসেন

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক দেশে বিশাল সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিকগণ অবস্থান করছেন। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) এর তথ্যানুসারে প্রবাসে জীবনযাপনকারী বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ। প্রবাসে বসবাস করলেও বাংলাদেশি হিসেবে অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গের কোন জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলেও তারা দেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পান না। যার ফলে ভোটার তালিকায় তাদের নাম যেমন অন্তর্ভুক্ত হয় না তেমনি তারা জাতীয় পরিচয়পত্র পান না। জাতীয় পরিচয়পত্রের অভাবে তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। দেশে প্রত্যাবর্তন সাপেক্ষে ভোটার হিসাবে নিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির বিষয়টি সময়, সুযোগ, ব্যয় ও কষ্টসাপেক্ষ ব্যাপার। দেশে না ফিরে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের কোন ব্যবস্থা চালু না থাকায় তারা দেশে ও বিদেশে উভয় ক্ষেত্রেই নানাভাবে হয়রানিসহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদেরকে প্রবাসেই জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানে সহযোগিতা করতে পারলে তারা অনেক সমস্যা হতে পরিত্রাণ পাবেন এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অধিকতর ভূমিকা রাখতে পারবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

উপরিল্লিখিত বিষয়াদির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুযায়ী নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

❑ প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণের নিবন্ধন সংক্রান্ত পর্যালোচনাঃ

প্রবাসীদের প্রবাসেই ভোটার করা ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নিম্নেবর্ণিত নির্দেশনা/অনুরোধ প্রাপ্ত হয়:

- সৌদি আরবে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসের মাননীয় হাইকমিশনার কর্তৃক প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে-

  ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকগণের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মতামত চাওয়া হয়।

  খ) পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে সৌদি দূতাবাসের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করা হয়।

- জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭ তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের মুক্ত আলোচনাকালে "বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস সমূহের মাধ্যমে প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান , সংশোধন এবং স্মার্ট কার্ড প্রাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে" সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সানুগ্রহ অনুশাসন করা হয়।

- ২২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের উপস্থিতিতে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকগণের সাথে "আইডি কার্ড সংক্রান্ত সেবা দ্রুত প্রদান" শির্ষক মতবিনিময় সভায় প্রবাসী নাগরিকগণ যারা বিদেশে অবস্থান করছেন, তাদের পরিচয় নিবন্ধন করে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

- মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়কে সম্বোধন করে রিয়াদের এ্যামব্যাসেডর কর্তৃক লিখিত পত্রেও সৌদি আরবে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকগণকে NID প্রদানের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রেশন করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়; উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সৌদি আরবে প্রায় ২.২ মিলিয়ন (২২ লক্ষ) বাংলাদেশি বসবাসরত আছেন, তন্মধ্যে ৪০% অর্থাৎ প্রায় ৮ লক্ষ ৮০ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত এনআইডি কার্ড নেই;

- উক্ত পত্রের সূত্র ধরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ জানানো হয়;
- এছাড়াও বিগত সময়ে

ক) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কন্স্যুলার ও কল্যাণ অনুবিভাগ থেকে বিদেশস্থ বাংলাদেশি মিশনসমূহের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের অভিমত চেয়ে সচিব মহোদয়কে পত্র দেওয়া হয়েছে;

খ) প্রবাসী বাঙালী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে রেজিস্ট্রেশন বুথ স্থাপনের আবেদন করা হয়;

- সর্বোপরি উপরিল্লিখিত বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিদের অনুকূলে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়কে একটি ডি.ও লেটার প্রেরণ করা হয়।

❑ গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

ক) প্রাপ্ত অনুরোধসমূহের প্রেক্ষিতে ৩১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় নির্বাচন কমিশনের ১২/২০১৭ তম সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবংবিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, স্টেকহোল্ডার্স, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সুশিল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দসহ বিভিন্ন অংশিজনের অংশগ্রহণে একটি সেমিনার আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

খ) উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ এর সভাপতিত্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের টেকনিক্যাল টিমসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আইন ও বিধির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কারিগরি দিকসমূহ নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রস্তাবনা/কার্যপত্র প্রস্তুত করা হয় এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অবঃ) মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সভায় উক্ত প্রস্তাবনা/কার্যপত্র (বাস্তবায়ন পদ্ধতিসহ) উপস্থাপন করা হয়;

গ) ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রাক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সেমিনারটি সফল করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম নির্ধারণপূর্বক বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

ঘ) প্রাথমিক পর্যায়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ, মঙ্গলবার, ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭/২০১৮তম মাননীয় কমিশন সভায় এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হয় এবং কয়েকজন রাষ্ট্রদূতকে উক্ত সেমিনারে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে সৌদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইটালি, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, এবং মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসসমূহের এ্যামব্যাসেডর (Ambassador)/হাইকিমশনার (High Commissioner) গণকে উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেন;

ঙ) পর্যাপ্ত প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ পরবর্তী সুবিধাজনক সময়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসসমূহের এ্যামব্যাসাডর/হাইকিমশনারগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সেমিনার ভেন্যু ও তারিখ পরিবর্তন করা হয়। অবশেষে গত ১৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও ভোটাধিকার প্রয়োগ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা/বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসের এ্যামব্যাসেডর/হাইকমিশনারগণ/সুশিল সমাজ/গণমাধ্যমের প্রতিনিধি/প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করে এমন ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন এনজিও, বায়রা সংগঠন, অনেক প্রবাসী এবং বিভিন্ন অংশিজনের অংশগ্রহণে একটি সফল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলের নিকট হতে যুক্তিসংগত মতামত/পরামর্শ/প্রস্তাবনা/সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা হয় যা পরবর্তীতে সেমিনার প্রতিবেদন বহি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে;

চ) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে প্রবাসেই ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সেমিনার পরবর্তী করণীয় বিষয়াদির উপর আলোচনার নিমিত্ত যুগ্মসচিব ও পরিচালক (অপারেশন্স), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৭ জুন ২০১৮ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দিষ্ট দায়িত্ববন্টনপূর্বক ৫ (পাঁচ) টি টিম গঠন করা হয় । উক্ত টিমসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডা, কুয়েতসহ কতিপয় দেশ নির্ধারণ করা হয়;

ছ) উল্লিখিত দেশসমূহে মূল কাজ শুরুর পূর্বে প্রবাসী নিবন্ধন কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) করার জন্য মাননীয় কমিশন নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত দেনঃ

- উক্ত টিম নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়াদি পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক প্রবাসস্থ বাংলাদেশি মিশন, সেখানকার সরকার/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলাপপূর্বক কর্মপন্থা নির্ধারণের নিমিত্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন;
- দেশ এবং বিদেশ উভয় প্রেক্ষাপটে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সামগ্রিক বিষয়ের উপর একটি প্রস্তাবনা/কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত মাননীয় কমিশন সভায় উপস্থাপন করতে হবে। অতঃপর কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে যেকোন একটি দেশে পরীক্ষামূলকভাবে (পাইলট আকারে) প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

❑ এক নজরে প্রবাসী নিবন্ধন কার্যক্রম এর সামগ্রিক ও দেশভিত্তিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

- আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভোটার তালিকা বিধিমালা ২০১২ তে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করা হয়েছে;
- প্রবাসী নিবন্ধনের জন্য ফরম-২ (ক) শির্ষক একটি নতুন ফরম প্রস্তুত করা হয়েছে;
- প্রবাসী নিবন্ধনের সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- এতদসংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মহোদয়কে আহ্বায়ক করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর এর যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ক্রঃ	দেশ	তারিখ	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ
০১	সিংগাপুর	১৩/০৯/২০১৮	তারিখ সিঙ্গাপুর বসবাসরত/কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে ভোটার হিসেবে নিবন্ধন ও স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়;	Mr Md. Mostafizur Rahman HE High Commissioner High Commission of Bangladesh to Singapore
		১০/০১/২০১৯	তদপ্রেক্ষিতে সিঙ্গাপুর হাইকমিশন হতে পত্র মারফত জবাব পাওয়া যায়; উল্লেখ্য, প্রাপ্ত পত্রের তথ্যমতে সিঙ্গাপুরে প্রায় ১,৩০,০০০ বাংলাদেশি বসবাস করে। তন্মধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্রধারী/ভোটার হয়েছেন এমন সংখ্যা ৭৫,০০০ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র নেই/ভোটার হননি এমন সংখ্যা ৫৫,০০০।	
		০৩-০৭ মার্চ ২০১৯	নিম্নে বর্ণিত টিম কর্তৃক সিঙ্গাপুরে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়ঃ ১। জনাব হেলালুদ্দীন আহমেদ, সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ২। জনাব আব্দুল বাতেন, যুগ্মসচিব ও পরিচালক, এনআইডি উইং ৩। উইং কমান্ডার মোঃ মাশায়েখ হোসেন, আইডিইএ প্রকল্প, নিকস	Focal point: Mr. Md. Faruk Hossain, Counselor and Head of Chancery

ক্রঃ	দেশ	তারিখ	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ
		০৬/০৮/২০১৯	প্রবাসী নিবন্ধন সংক্রান্ত বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা সিঙ্গাপুরে অবস্থিত বাংলাদেশি হাইকমিশনের প্রেরণ করা হয়;	
		১৭/০৭/২০১৯	১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখ crowd management সহ কতিপয় বিষয়ে সিংগাপুর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে নির্বাচন কমিশনে query চাওয়া হয়;	
		১১/০৯/২০১৯	সচিব মহোদয় কর্তৃক পররাষ্ট্র সচিব মহোদয়কে ডি.ও লেটার প্রদান করা হয়	
		সর্বশেষ	চাহিত query এর বিষয়ে পত্র মারফত উত্তর প্রেরণ করা হয়; উল্লেখ্য, বাংলাদেশ হাই কমিশন কর্তৃক সিঙ্গাপুর সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণের জন্য সিঙ্গাপুরের Foreign Ministry তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি অনুমোদন পাওয়া যায়নি।	
০২	মালয়েশিয়া	০৩/০৯/২০১৯	অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও কারিগরি অধিশাখার কর্মকর্তাবৃন্দ মালয়েশিয়াতে Dell Factory পরিদর্শনকালে মান্যবর হাইকমিশনার এর সাথে প্রবাসী নিবন্ধন বিষয়ে সভা করেন	Mr Md. Shahidul Islam HE High Commissioner High Commission of Bangladesh to Malaysia Focal point: Mr. Md. Hadaet Counselor and Head of Chancery
		১৩/১০/২০১৯	মহাপরিচালক, এনআইডি উইং এর সাথে মান্যবর হাইকমিশনার মহোদয়ের টেলিফোন আলাপ	
		২০/১০/২০১৯	প্রবাসী নিবন্ধন সংক্রান্ত বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা মালয়েশিয়াতে অবস্থিত বাংলাদেশি হাইকমিশনের প্রেরণ করা হয়;	
		২৮/১০/২০১৯	মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় কর্তৃক মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মহোদয়কে একটি ডি.ও লেটার প্রেরণ করা হয়।	
		০৫/১১/২০১৯	(মালয়েশিয়া প্রান্তে) জনাব ইমরান আহমদ (এমপি), মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে এবং (বাংলাদেশ প্রান্তে) মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও নির্বাচন কমিশনের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে অনলাইন পোর্টাল উদ্বোধন করা হয়।	
		সর্বশেষ	রেজিস্ট্রেশন টিম প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	
০৩	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১০-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯	মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা মহোদয় ৬ সেপ্টেম্বর হতে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত "Digitalization of Electoral Process: Humanitarian Dimension" শিরোনামক আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য রাশিয়া অবস্থান করেন। কনফারেন্স শেষে দুবাইতে ট্রানজিট পাওয়ায় সুবাদে সংযুক্ত আরব-আমিরাতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে নিবন্ধন এবং স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান বিষয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে দুবাইতে একটি সভা করেন।	Mr. Md. Iqbal Hussain Khan Consul General Consulate General of the People's Republic of Bangladesh Dubai, UAE

ক্রঃ	দেশ	তারিখ	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ
		২০/১০/২০১৯	প্রবাসী নিবন্ধন সংক্রান্ত বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করা হয়।	Focal point: Mr. Jobaed Hossain, Head of Chancery
		১৮/১১/২০১৯	মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব এ কে আব্দুল মোমেন মহোদয়ের উপস্থিতিতে অনলাইন পোর্টাল উদ্বোধন করা হয় এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাঝে পেপার লেমিনেটেড কার্ডের পরিবর্তে স্মার্ট এনআইডি কার্ড বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানকালিন সময়ে দুবাইতে অবস্থানরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মহাপরিচালক, এনআইডি উইং মহোদয় সাক্ষাৎ করেন।	
		সর্বশেষ	তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি রেজিস্ট্রেশন টিম প্রেরণের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	
০৪	যুক্তরাজ্য	০২/০৮/২০১৯	মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম মহোদয় এবং জনাব মোঃ আবুল কাশেম, যুগ্মসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় মহোদয় Eighteenth Cambridge Conference on Electoral Democracy" উপলক্ষ্যে গত ২৫-২৬ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ যুক্তরাজ্য সফর করেন। সফরকালে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে নিবন্ধন এবং স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান বিষয়ে যুক্তরাজ্যে অবস্থিত মান্যবর বাংলাদেশি হাইকমিশনার, সেখানকার বাংলাদেশি বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ এবং যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে অবস্থিত মান্যবর বাংলাদেশি ডেপুটি হাইকমিশনার সাথে ফলপ্রসূ বৈঠক করেন।	Ms. Sadia Muna Tasneem HE High Commissioner of Bangladesh to the UK, Ireland and Liberia
		২০/১০/২০১৯	পোর্টাল উদ্বোধনের বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনাসহ যুক্তরাজ্যে অবস্থিত বাংলাদেশি হাই কমিশনকে অবহিত করা হয়।	Focal point: Mr. Sudipto Alom Head of Chancery
		২১/১০/২০১৯	মান্যবর হাইকমিশনার কর্তৃক সিনিয়র সচিব মহোদয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় এবং সম্ভাব্য ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের লন্ডন সফরকালে উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করা হয়।	
		২৭/১০/২০১৯	এতদবিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে এবং মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর লন্ডন সফরের নির্দিষ্ট সময়কাল সম্পর্কে জানতে চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।	
		০৯/১২/২০১৯	আগামী ২৩-২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী লন্ডন ভ্রমণ করবেন মর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয় এবং উক্ত সময়ে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	
		১২/০২/২০২০	লন্ডনে মাননীয় সিইসি মহোদয় কর্তৃক অনলাইন পোর্টাল উদ্বোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট হাইকমিশন হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি বসবাসকারীর সংখ্যা নিম্নরূপঃ ইংল্যান্ড- ৪,৩৬,৫১৪, ওয়েলস- ১০,৬৮৭, স্কটল্যান্ড- ৩,৭৮৮ এবং নর্দান আয়ারল্যান্ড- ৫৪০	

ক্রঃ	দেশ	তারিখ	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ
০৫	সৌদিআরব	আগস্ট ২০১৯	পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নুরুল হুদা মহোদয় ৬ আগস্ট হতে ১৭ আগস্ট ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব অবস্থান করেন। হজ্জ পরবর্তী সৌদি আরবে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে নিবন্ধন এবং স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান বিষয়ে সৌদি আরবের মান্যবর রাষ্ট্রদূত, দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং সেখানে বসবাসরত/কর্মরত বিভিন্ন বাংলাদেশি কমিউনিটি গ্রুপের প্রতিনিধিগণের সাথে তিনি সভা করেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সৌদী আরবে প্রায় ২.২ মিলিয়ন (২২ লক্ষ) বাংলাদেশি বসবাসরত আছেন, তন্মধ্যে ৪০% অর্থাৎ প্রায় ৮ লক্ষ ৮০ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত এনআইডি কার্ড নেই;	Mr. Golam Moshi HE the Ambassador Embassy of the People's Republic of Bangladesh Riyadh, KSA.
		২০/১০/২০১৯	প্রবাসী নিবন্ধন সংক্রান্ত বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করা হয়।	Focal point: Mr. Forid Uddin Ahmed, Head of Chancery
		২৭/১০/২০১৯	২০২০ সালের শুরুতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যক্রমের উদ্বোধন করা যেতে পারে মর্মে সৌদি দূতাবাস হতে জানানো হয়।	
		সর্বশেষ	ছোট দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে বড় কোন দেশ শুরু করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।	
০৬	মালদ্বীপ	জুলাই ২০১৯	ব্রিগেঃ জেঃ শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অব.), মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয় ১৮th International Electoral Affairs Symposium এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে গত ০৩ জুলাই হতে ০৭ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ মালদ্বীপ সফর করেন। সফরকালে মালদ্বীপে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে নিবন্ধন এবং স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান বিষয়ে মান্যবর এ্যামব্যাসেডর রিয়ার এডমিরাল আক্তার হাবিব এর সাথে একটি সংক্ষিপ্ত সভা করেন। সভায় মালদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান তথা যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার কথা বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন হতে নিবন্ধন ফরম-২(ক) প্রেরণে সিদ্ধান্ত হয়।	Mr. Rear Admiral Akhtar Habib HE Ambassador Embassy of the People's Republic of Bangladesh at Male, Maldives
০৭	কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র	২৯/১২/২০১৯	জনাব নাঈম উদ্দিন আহমেদ, কনসাল জেনারেল, টরন্টো, কানাডা মহোদয় একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়, সিনিয়র সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণকে ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের বিষয়টি আলোচিত হয়। এরই অংশ হিসেবে কানাডাতে এবং একইসাথে পাশ্ববর্তী দেশ যুক্তরাষ্টে মূল কাজ শুরুর প্রারম্ভে সম্ভাব্যতা যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে মতামত প্রকাশ করা হয়।	1. H.E. Mr. Mohammad Ziauddin, Ambassador, Washington, DC, USA. 2. H.E. Mr. Mizanur Rahman, High Commission, Ottawa Ontario, Canada.

ক্রঃ	দেশ	তারিখ	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ
		সর্বশেষ	আগামী মার্চ ২০২০ এ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্ভাব্যতা যাচাই দল কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।	3. Mrs. Sazia Faizunnessa, ndc, Consul General, New York. 4. Mr. Tareq Ahmed, Consul General, Los Angles, USA. 5. Mr. Nayeem Uddin Ahmed, Consul General, Bangladesh of in Toronto, Canada.

এক ভোট

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

মধুমতি ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে নানা রকম পোষ্টারে ছেয়ে গেলেও মতিউর মিয়া যে এবার ভোটে জিতে যাবে এ বিষয়ে অনেকেই নিশ্চিন্ত। যদিও পরপর দুইবারের চেয়ারম্যান বাবুল মুন্সি প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। তবুও সবার অনুরোধেই সকলের প্রিয় মানুষ মতিউর মিয়া গরু প্রতীক নিয়েই ভোটে দাঁড়ালো। এবারের নির্বাচনে মহিষ, গাধাকে পেছনে ফেলে গরুর অবস্থান যে কত পাকা তা হাটে বাজারে আর পথেঘাটে লোকজনের কানাঘুষা থেকে সহজেই বুঝা যায়। মতিউর মিয়া অবস্থাসম্পন্ন একজন কৃষক। বয়স পঞ্চাশের উপর, ফর্সা চেহারা, মাথার অর্ধেক চুলই বিদায় নিয়েছে সময় হবার আগেই। চুল না থাকলে কি হবে মতিউর মিয়ার হৃদয় জুড়ে রয়েছে জনগণের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। মতিউর মিয়ার কাছে কখনও সাহায্য চেয়ে নিরাশ হয়েছে এমন হয়নি। সকাল ৯ টা মতিমিয়া বারান্দায় বসে আছে, ঘরের বারান্দায় একটা চৌকি তার উপর পাতলা একটা কাঁথা বিছানো রয়েছে। মতিউর মিয়া তার উপর বসে চা চুমুক দিচ্ছিল। এমন সময় বেলু এসে খবর দিল। লোকজন জড় হয়েছে। তাদের বাইরের ঘরে বসানো হয়েছে। মতি মিয়া বলল, যা ওদের বাইরের ঘরে বসতে বল আর চাচীকে চা দিতে বল।

এমন সময় বেলুর বউ রুনা এসে বলল-চাচা চায়ের চিনি শেষ, চাচী চিনি আনতে বললো।

মতিউর মিয়া বেলুর হাতে ২০০ টাকা ধরিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে রওনা দিল। আগামীকাল নির্বাচন শেষবারের মতো সবকিছু সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হবে। মাসুদ আর রাসেলের সাথে চুক্তি পাকা করে ফেলতে হবে। এ বিষয়ে ওদের বুদ্ধির তুলনা পাওয়া যায়না।

বেলু কখনো কাউকে কিছু বলেনা। কিন্তু ভালই বুঝে এবার নির্বাচনে মতি চাচা জিতবে। কতজন কতকিছু বলে। তবুও বুঝা যাচ্ছে মতি চাচাই সবার উপর। মতি চাচার মতো ভালো মানুষ আশে পাশে দশগাঁ খুজলেও পাওয়া যাবে না। কতজনের কত বিপদ মতি চাচা জান দিয়ে উপকার করেছে। সবাই চায় মতি চাচাই জিতুক। সেজন্যইতো বেলুরা সবাই এরকম জোর করেই মতি চাচাকে ভোটে দাঁড়াতে প্রায় বাধ্য করেছে।

বেলু তার বউ রুনি ও একমাত্র ছেলে রাজু এই বাড়িতেই খেয়ে পরে মানুষ। সেই ৮ বছর বয়সে বাবা হাফিজুরের সাথে এসেছিলেন পাবনা থেকে। এসে রয়েই গেছে পাকাপাকিভাবে। মতিচাচা তাকে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করেছে। রুনির মতো ভালো মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছে। শুধু তাইনা বিয়ের পরও বউ নিয়ে মতি চাচার বাড়িতেই থাকছে। চাচীও খুব ভাল মানুষ। কখনও থাকা খাওয়া নিয়ে কোন কটু কথাও শুনতে হয়নি কখনো।

বেলু তাড়াতাড়ি চিনি এনে রুনাকে ডেকে চিনিটা হাতে দিয়েই বাইরের ঘরে আসলো। চাচা গোপন বৈঠক করছে। বেলু ভাবলো এই ফাঁকে গায়ে একটা চক্কর দিয়ে আসবে। কালকে যেন সবাই চাচাকে ভোটটা দেয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

দুপুর ১২ টা নাগাদ বেলু বাড়ি ফিরে দেখে মতি চাচার তিন মেয়েই এসেছে। রুনি খুব ব্যস্ত রান্না-বান্না নিয়ে। বেলুকে দেখেই রুনি ঘোমটা দিয়ে বললো কোথায় ছিলে চাচা তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রান।

বেলু মুচকি হেসে বললো রুনি যা দেখে এলাম সবাইতো দেখি চাচাকেই ভোট দেবে। রুনি বললো হু কালকে আমার তো প্রথম ভোট, চাচাকেই ভোট দিব।

বেলু বললো- তোর একটা ভোট না দিলেই কি চাচার অভাব হবেনা, কাম কর তুই।

বেলা গড়িয়েছে। মতিউর মিয়া বারান্দায় চৌকির উপর দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবছে দু-দুবিঘা জমি বেরিয়ে গেল। ধার করতে হলো হাজার পঞ্চাশ। এতো ভালো হয়ে কিলাভ। মানুষগুলো টাকা ছাড়া কিছু বোঝেনা। অনুরোধে ঢেকি গেলার মতো তিনি ভোটে দাঁড়ালেন। সবাই প্রশংসা করে এমনভাবে আকাশে তুলেছে। এই ভোটে না জিতলে এখন বেইজ্জতি হয়ে যাবে। বাবুল মুন্সীর টাকা উড়ানো দেখে তাকেও কতরকম আব্দার মেটাতে হলো। দেখা যাক টাকাই বড় কথা নয়, মানুষের ভালোবাসাই আসল। সবাই তার পক্ষে তার জীবনে এমন প্রাপ্তি ভাবতেই ভালো লাগছে।

সকাল ৮টা। মতি চাচা বলে দিয়েছে বাড়ির মেয়েরা আগে যাবে ভোট দিয়ে আসবে। পরে অন্যরা, বেলু খুব ব্যস্ত চাচা চাচী সব দিকেই তাকে সামলাতে হচ্ছে।

বেলু রান্না ঘরে উকি দিয়ে দেখে রুনি পরোটা বানাচ্ছে।

বেলুকে দেখেই রুনি বললো- চাচী আর আপারা তো ভোট দিতে গেলো। রান্না শেষ হলে তুমি আমাকে নিয়ে যেও।

বেলু বললো- তুই তাড়াতাড়ি রান্না শেষ কর, ১০টার দিকে এসে নিয়ে যাব।

ব্যাপকভাবে জমে উঠেছে ভোট। দলে দলে সবাই ভোট দিতে যাচ্ছে। মতিউর চাচার সাথে বেলু ভোট দিয়ে আসল। প্রতি কেন্দ্রেই খোঁজ নিতে হবে। আজ নাওয়া খাওয়ার সময় নাই।

কেন্দ্রের ফল আসতে শুরু করেছে। মতিমিয়া অবাক হয়ে দেখলো ৪টা কেন্দ্রের গরু মার্কা এগিয়ে থাকলেও আরো ৪টা কেন্দ্রের ফলাফল বাবুল মুন্সির মহিষ মার্কার সাথে সব মিলিয়ে সমান সমান ভোট। মতিউর মিয়ার বুকে ভিতর ধুকধুক করছে। অবশেষে ৯ নম্বর কেন্দ্রের ফলাফল আসল। মতিউর মুন্সী অবাক হয়ে গেলেন টাকার কাছে জনগণের ভালোবাসা হেরে গেছে। এক ভোটের ব্যবধানে গরু মহিষের কাছে হেরে গেছে।

মতিমিয়া ভাবছেন। আহা মাত্র একভোট মুখ দেখাবো কি করে? এবার লজ্জায় তো এবার মাথা কাটা গেল।

বেলু চোখ মুছতে মুছতে ভাবলো। আহা এ ভোট কোন হারামি এই বেইমানিটা করলো। হঠাৎ বেলুর মনে পড়লো সকালে রুনার ভোটটা দেয়া হয়নি।

অবলা একটা মেয়ে মানুষের ওই একটা ভোট যে এই মহুর্তে কত দরকারী ছিল, বেলু সেটা ভেবে আর কুল পেলোনা।

জেলা নির্বাচন অফিসার, জয়পুরহাট
ফোন: ০৫৭১ ৬২২৪০, মোবা: ০১৫৫০০৪২৫৯১, deo.joypurhat.ecs@gmail.com

প্রথম ভোটার দিবস ২০১৯ (স্মৃতি চারণ)

ওয়াহিদা আফরোজ

দিবস শব্দটা শুনলেই ছোটবেলায় আনন্দ লাগতো। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস আস্তে আস্তে যতদিন যেতে থাকলো তত দিবস বাড়তে থাকলো। দিবস হলো বিশেষ দিন। ২০১৯ সালে যখন পহেলা মার্চকে ভোটার দিবস ঘোষণা করা হলো তখন নির্বাচন অফিসার হিসেবে প্রথম একটা অন্যরকম অনুভূতি হলো। তবে আমাদেরও একটা দিবস আছে। উপজেলা পরিষদের সব অফিসেই কোন না কোন দিবস পালিত হয়। ওদের র‍্যালিতে হাঁটতাম, মিটিং এ বক্তব্য শুনতাম আর ভাবতে থাকতাম আমাদের অফিসের যে সকল কাজ আমরা করি তা তো কখনো মিটিং অথবা জনসম্মুখে বলা সম্ভব হয় না। কেউ জানেই না যে কোন অফিসের চাইতেও আমরা মানুষের নিত্য প্রয়োজনে সবচেয়ে বেশি সেবা দেই। জন্মেই যে মানুষ দাবী করবে আমি বাংলাদেশী তার ১৮ বছর পূর্তির আগেই আমরা তাকে দিচ্ছি জাতীয় পরিচয়পত্র। কিন্তু ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে সাংবিধানিক নিয়ম মেনে। অর্থাৎ জন্মসূত্রে বাংলাদেশী কিন্তু গণতান্ত্রিক যে কোন প্রয়োজনে আইনগতভাবে সে তার মতামত দেবার অধিকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরই পাবে। তাই প্রথম ভোটার দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'ভোটার হব, ভোট দেব'।

বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক হতে সব রকম সেবা পেতে এবং দিতে আপনাকে আইনগতভাবে মর্যাদা দেয়া হবে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করে। আর সার্বিক সুবিধাকে হাতের মুঠোয় পেতে আপনাকে হতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্রধারী। ভোটার তালিকায় যাদের নাম থাকবে তারা সবাই জাতীয় পরিচয়পত্র অবশ্যই পাবে। আর এখন একজন মানুষের বিয়ে, চাকরি সবকিছুতেই প্রয়োজন এটি। কখন কিভাবে ধীরে ধীরে নির্বাচন অফিসাররা তাদের নিত্যদিনের জীবনে ওতপ্রতোভাবে জড়িয়ে গেছে তারা নিজেরাও তা জানেনা। নির্বাচন অফিস একাই সব অফিসের সেবাকে ত্বরান্বিত করেছে।

মহিলা বিষয়ক অফিস, সমাজসেবা, পল্লী উন্নয়ন অফিস, যুব উন্নয়নসহ সব অফিসের সেবা নেবার প্রথম অঙ্গীকার জাতীয় পরিচয়পত্র। ব্যাংক, আদালত, দেশের বাইরে যেতে চাইলে, এমনকি দেশে ফিরতে চাইলেও সবার প্রথম থেকে পেতে হয় জাতীয় পরিচয়পত্র। সেই দিন আর নেই যেই দিনে বলা হতো নির্বাচন অফিস মানে পাঁচ বছর পর নির্বাচন। এখন যদি কেউ বলে আপনার অফিসের কাজ কি? হাসতে হাসতে বলি আপনার নিত্যদিনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে পরিচয়টি সেটিই আমরা দেই। আপনার নিশ্চয়তা প্রদানের যে চাবিকাঠি সেটিই তৈরি করে নির্বাচন অফিস। একটা দিবস এখন আলোকপাত করবে আমাদের হাজারটা কাজের একটা ছোট্ট রূপরেখা। তাই এই দিবসটা উদ্‌যাপন যখন শুরু হলো ১মার্চ ২০১৯ শুক্রবার, তখন ভেবেছিলাম, আমাদের র‍্যালি হবে তো?

সকাল ১০টা নাগাদ যখন টুপি পরে ফেস্টুন নিয়ে শয়ে শয়ে মানুষ আসলো, যখন উপজেলা পরিষদের ছোট্ট হল রুমে গিজগিজ মানুষের ভীড়ে মাইক হাতে চিৎকার করে বললাম আজ আমাদের ভোটার দিবস। ভোট শুধু দেশের কর্ণধার নির্ধারণ করে না, আপনাদের আস্থা মনোবল বৃদ্ধি করে, আপনাদের নিজের নিজস্বতাকে উপস্থাপন করে, আপনি গর্ব করে বলতে পারেন আপনি বাংলাদেশের নাগরিক। ১৬ কোটি মানুষের জন্য আপনিও আপনার স্বাধীন মতামত দিতে পারেন সাংবিধানিকভাবে। কেমন লাগে আপনাদের? সবাই এক যোগে বলেছিল ভোটার হয়ে আমরা গর্বিত। আবার আসছে সেই দিন। নিজেদের প্রচারের দিন। এবার আরো জাঁকজমকপূর্ণভাবে স্মার্ট কার্ড হাতে দিয়ে তাদের আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন আমরা দেখাবো। ইনশাল্লাহ।

লেখক: উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ঝিকরগাছা, যশোর

দ্বীপ উপজেলা মেহেন্দিগঞ্জে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রথম ইভিএমে ভোটগ্রহণ

মোহাম্মদ নুরুল আলম

গত ১৪ অক্টোবর ২০০৯ তারিখ অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ইভিএম (EVM) বা ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। কোন রকম ঝামেলা ব্যতিরেকে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল জেলাধীন মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা সরকার ঘোষিত একটি দুর্গম উপজেলা। যেখানে ১৫টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি ইউনিয়ন উপজেলার মূলভূখন্ড হতে নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই উপজেলার ১টি ইউনিয়ন গোবিন্দপুর মেঘনা নদীর বুকে প্রায় লক্ষীপুর জেলার সীমান্তের কাছাকাছি। প্রায় প্রতিটি ইউনিয়ন দুর্গম চর এলাকা, যেখানে বড় জোর ইজিবাইক বা ব্যাটারিচালিত বাহন ব্যতীত অন্য কোন বাহন নেই।

প্রথম দিকে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই ইভিএমে ভোটগ্রহণ হবার গুঞ্জন শোনা যায়। ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনায় ও বিদ্যুৎবিহীন বেশির ভাগ ইউনিয়ন ভোটকেন্দ্রে কিভাবে ইভিএমে ভোটগ্রহণ করা সম্ভব হবে তা নিয়ে শঙ্কা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তফসিল ঘোষণার কয়েক দিন পরই নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিল মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ইভিএমের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হবে। প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চল যেখানে বরিশাল শহর হতে লঞ্চ, বাস, নৌকা ও স্পিড বোট ব্যতীত এই উপজেলায় যাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। বরিশাল সদর হতে লঞ্চে যেতে প্রায় ২ ঘন্টা এবং স্পীড বোটে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় লাগে। বরিশাল শহর হতে ইভিএমসমূহ মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় পৌঁছানো, সেখানে সংরক্ষণ, চার্জ প্রদান এবং ভোটকেন্দ্রসমূহে পৌঁছানো সত্যিই বিবেচ্য বিষয় ছিল। কেননা মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় ইভিএম রাখা ও চার্জ দেয়ার মত পর্যাপ্ত জায়গা নেই। মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৯৯টি ভোটকেন্দ্র ও ৫৭৭টি ভোটকক্ষ ছিল।

দুর্গম এতসংখ্যক ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হই। দ্বীপ অঞ্চলের ভোটাররা এই প্রথম ইভিএম মেশিন দেখতে পেল। অনেকের মধ্যে ভোট প্রদানের কৌতুহল জন্ম নিল। ডেমোভোটিং, মকভোটিং ও প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে দ্বীপ অঞ্চলের জনগণকে আগাম জানান হল যে, ইভিএম এর মাধ্যমে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই সফলতার উপর অনেকটা নির্ভর করছে এই দ্বীপ উপজেলায় পরবর্তী স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলো ইভিএমএর মাধ্যমে হবে কিনা। গত ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোটারগণ স্বাচ্ছন্দ্যে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে ভোটার উপস্থিতি তুলনামূলক কম ছিল। কিন্তু যারা ভোটকেন্দ্রে এসেছেন তারা সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।

মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে। প্রথমে এত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ সহায়তাকারী, টেকনিক্যাল টিমের সদস্য, টেকনিক্যাল টিমের সমন্বয়কারীসহ বহু জনবলের দ্বীপ উপজেলায় আবাসনের সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করে। যথাযথভাবে অনেকের থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। জায়গার অভাবে ইভিএমসহ নির্বাচনি মালামাল বিতরণে অসুবিধা, পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে ডেমোভোটিং ও মকভোটি কার্যক্রমে অসুবিধা প্রতীয়মান হয়। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, বরিশাল মহোদয় এ অঞ্চলের ১০(দশ) জন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে, ইভিএমসহ, নির্বাচনি মালামাল নির্বিঘ্নে প্রদান ও নির্বাচন শেষে গ্রহণের জন্য মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন ও প্রায় অর্ধ কিলোমিটার দূরবর্তী পাতার হাট আরসি কলেজে ১০টি বুথের দায়িত্ব প্রদান করেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইভিএমসমূহ প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট সঠিকভাবে প্রদান ও গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

ইভিএম ও নির্বাচনি মালামাল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ ৪টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা ব্যতীত বাকি সকল ভোটকেন্দ্রে ট্রলারে করে নিয়ে যেতে হয়। এতে করে কোন ক্ষেত্রে সকল ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যসহ পরিবহনের ক্ষেত্রে ধারণার তুলনায় বেশি সংখ্যক ট্রলার ভাড়া করতে হয়। এছাড়া ভোটগ্রহণের আগের দিন,

ভোটগ্রহণের দিন জরুরি প্রয়োজনে স্পীড বোটে যেতে হয়। ইভিএমসহ প্রয়োজনীয় নির্বাচনি সামগ্রী বেশি বিধায় লঞ্চ/বোটের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। তাছাড়া গোবিন্দপুর ইউনিয়নের ভোটকেন্দ্রসমূহে বিশাল খরস্রোতা নদী মেঘনা পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। তাই সেখানে বড় মানের লঞ্চের ব্যবস্থা করতে হয়। মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার পৌরসভা ও মূলভূখন্ডে ৪টি ইউনিয়নে ব্যাটারিচালিত বাহনে করে ইভিএম ও নির্বাচনি মালামাল পরিবহন করতে হয়। দ্বীপ উপজেলা মেহেন্দীগঞ্জে একটি সরকারি রেষ্ট হাউস ব্যতীত আবাসিক হোটেলের ব্যবস্থাও তেমন নেই। যার ফলে অনেক সময় বরিশাল শহর হতে অনেকের আসা যাওয়া করতে হয়। এতে যেমন সময় অপচয় হয় তেমনি যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে অসুবিধা হয়।

দুর্গম অঞ্চলে ইভিএম মেশিনে ভোটগ্রহণ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, যদি কোন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় দ্রুততম সময়ে স্পেশাল টিম উক্ত কেন্দ্রে পৌঁছানো। তবে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব প্রকট আকারে ঘটেনি। এ ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কিছুসংখ্যক স্পীড বোট সার্বক্ষণিক মজুদ রাখা হয়। দু'তিনটি কেন্দ্রে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলেও স্পীড বোটের মাধ্যমে যথা সময়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়। আবার কিছু কিছু কেন্দ্র রয়েছে যেখানে নৌপথে যাওয়ার পর আবার বাইকে করে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়। আবার কোথাও পাঁয়ে হেঁটে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়। এ সকল ভোটকেন্দ্রে ইভিএমসহ নির্বাচনি মালামাল পরিবহনে অসুবিধা হয়েছে। নির্বাচনোত্তর এত সংখ্যক ইভিএম মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সংরক্ষণ করতে হয়। এতে করে উপজেলা পরিষদের সভা অনুষ্ঠানে সাময়িক অসুবিধা হয়। ইভিএমসমূহ পরবর্তীতে সংরক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা নির্বাচন অফিসসমূহে সংরক্ষণ করা হয়। তবে অফিসগুলোতে এগুলোর ব্যাটারী চার্জ দেয়ার জন্য বর্তমানে পর্যাপ্ত জায়গার প্রয়োজন।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ ইভিএমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনটি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। আমি সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, বরিশাল ও রিটার্নিং অফিসার হিসেবে এই নির্বাচনে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, টেকনিক্যাল টিমের সদস্য ও সমন্বয়কারীগণ, উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল, জেলা প্রশাসক বরিশাল, পুলিশ সুপার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্য সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কৃজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। মাননীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় মেহেন্দীগঞ্জের মত দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইভিএমএর মাধ্যমে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্ভব হয়। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দ্বীপ অঞ্চলে নির্বিঘ্নে ইভিএমে ভোটগ্রহণ এক অন্যন্য উদ্যোগ যা প্রশংসার দাবীদার।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন: ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল চালিকা শক্তি

আমাদের বিশ্বকে একটি ডিজিটাল বিশ্ব বানাতে অনেক আগে থেকেই বিশ্বের অনেক দেশ এবং প্রযুক্তিবিদগণই কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বের অনেক দেশই তাদের দেশকে ডিজিটাল দেশ হিসাবে রূপান্তরের চেষ্টা করছে। দুই দশক আগে এক প্রযুক্তিবিদকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ডিজিটাল বিশ্ব বিষয়টি আসলে কি। উক্ত প্রযুক্তিবিদ ডিজিটাল বিশ্বের এমন একটি ধারণা দেন যেখানে বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তি পরিচিত হবে একটি নম্বরের মাধ্যমে- যেখানে ব্যক্তির নাম, দেশের নামের চেয়েও তার মূল পরিচয় জানা যাবে তার একটি নির্দিষ্ট নম্বরের মাধ্যমে। সমগ্র বিশ্ব তার ঐ ধারণা কতটুকু গ্রহণ করেছে সেই প্রশ্ন থেকে গেলেও বাংলাদেশ যে সেই ধারণায় অনেক এগিয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; এবং তার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০০৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বাংলাদেশের প্রায় ৮০ মিলিয়ন ১৮ বছর বয়সী নাগরিকের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। সেসময় ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য একজন ব্যক্তির ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য দরকারি তথ্যের সাথে অতিরিক্ত মোট ২৮ টি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য সবার ছবি রেজিস্ট্রেশনকেন্দ্র থেকে তোলা হয় এবং তাদের স্বাক্ষর নেয়া হয়। একইসাথে কেউ যাতে একাধিক স্থানে একাধিকবার ভোটার হতে না পারে সেজন্য প্রতিটি ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ নেয়া হয়। উক্ত আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে কোন ব্যক্তি একাধিক স্থানে ভোটার হলে তাকে খুব সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

নির্বাচন কমিশনের সেই বায়োমেট্রিক ডেটাবেইজ এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম বায়োট্রেক ডেটাবেইজ বলে পরিগণিত। এই বিশাল বায়োমেট্রিক ডেটাবেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০০৭ সালে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। নাগরিককে দেয়া এই জাতীয় পরিচয়পত্রে ছিল প্রতিটি নাগরিকের জন্য ১৩ সংখ্যাবিশিষ্ট

একটি ইউনিক জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর। এই ১৩ সংখ্যাবিশিষ্ট নম্বরের মাধ্যমেই বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক সেই ২০০৭ সাল থেকে পরিচিত হওয়া শুরু করে এবং মূলত তখন থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশের পথচলা শুরু হয়েছিল।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশের নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়ার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক তার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর বা NID (National Identity) নম্বরের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে শুরু করে। NID এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদান শুরু হলে একদিকে যেমন সকল নাগরিক দ্রুত সেবা পেতে শুরু করে, অন্যদিকে বিভিন্ন সেবায় দুর্নীতি অনেকাংশে কমে যায়। নাগরিক জীবনের সকল সেবা সহজ এবং দ্রুত করার ডিজিটাল বাংলাদেশের যে মূলমন্ত্র তা বিভিন্ন সেবায় জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়েছে।

২০১৫ সালের আগে বাংলাদেশে কতজন সরকারি কর্মচারী ছিল বা তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কি পরিমাণ বেতন-ভাতাদি নিতো তার সঠিক হিসাব সরকারের কাছে ছিল না। ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সকল সরকারি কর্মচারীর তথ্য আইবাস নামক সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়। একইসাথে বাংলাদেশের সকল সরকারি পেনশনভোগীর তথ্যও এই সিস্টেমে সংযোজন করা হয়। সেই সিস্টেম থেকে পরবর্তীতে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরের মাধ্যমে সকল সরকারি কর্মচারী এবং সকল সরকারি পেনশনভোগীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। এই সিস্টেমমের ফলে একই নামে এবং একই পদবীতে এক অফিসে একাধিক কর্মচারী থাকলে আর কোন সমস্যা রইলো না। আবার একজনের পেনশন অন্যজন পাওয়ারও কোন সুযোগ রইলো না।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ১২ লাখ ৬৮ হাজার ৬০৬ জন চাকুরে সরকারি বেতন এবং ৭ লাখ ৪১ হাজার ৭০৩ জন পেনশনভোগী সরকারি পেনশন নিচ্ছেন। অথচ জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের আগে বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ। আর সরকারি পেনশনভোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ লাখ। সরকারি চাকরিজীবী ও পেনশনভোগী কমায় এখন বেতন ও পেনশন খাতে সরকারের ৪ হাজার ২০ কোটি সাশ্রয় হচ্ছে, যা সম্ভব হয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং পেনশনভোগীদের পেনশন প্রদানের মাধ্যমে।

২০১৫ সালের আগে অনেক সরকারি কর্মচারী হিসাবরক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের যোগসাজশে একাধিক অফিস থেকে বেতনভাতা তুলতেন। আবার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের মৃত্যুর পরও তাদের নামে বছরের পর বছর পেনশন তোলা হতো । এসব জালিয়াতির মাধ্যমে প্রতিবছর রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা জালিয়াত চক্রের পকেটে ঢুকত। কিন্তু জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের পরে এক ব্যক্তি একাধিকবার বা একাধিক স্থান হতে বেতন তুলতে পারছেন না। এ ছাড়া মৃত পেনশনভোগীদের নামেও পেনশন তোলা বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি বেতন ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের ফলে বেড়েছে স্বচ্ছতা, যা ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আবার, জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে আইবাস সিস্টেমে নিবন্ধিত সকল সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ডিজিটাল উপায়ে পেমেন্ট শুরু হয়েছে। বর্তমানে এ পদ্ধতিতে সরকারের ৯ম গ্রেড বা তদুর্ধ সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ডিজিটাল উপায়ে প্রদান করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় একজন সরকারি কর্মচারী তার জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে আইবাস সিস্টেম হতে অনলাইনে তার মাসিক বেতন বিল হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ করে থাকে। হিসাবরক্ষণ অফিস অনলাইনে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীর বেতন বিল অনুমোদন দিয়ে বেতন বিলের টাকা সরাসরি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীর ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করে থাকে। এ ব্যবস্থায় কোন কাগজের ব্যবহার করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের ফলেই বেতন-ভাতাদি প্রদানের এ 'পেপারলেস' ব্যবস্থা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় জনগণের কাছ হতে ট্যাক্স এবং ভ্যাট সংগ্রহ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের ট্যাক্স এবং ভ্যাট সংগ্রহের হার কয়েকগুণ বেড়েছে। ২০১২ সালে নির্বাচন কমিশনের সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ট্যাক্স এবং ভ্যাট ব্যবস্থাপনার নতুন রূপ দেয়। আগে কোন ব্যক্তি তার নিজ প্রয়োজনে ভুয়া তথ্য দিয়ে তার TIN সার্টিফিকেট বানিয়ে তার কাজ সেরে পরবর্তীতে তার আর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যেত না।

জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের পরে একজন ব্যক্তির TIN সার্টিফিকেট প্রস্তুত করতে তার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরের প্রয়োজন হয় এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের ভিত্তিতেই তার TIN সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়। ফলে কোন ব্যক্তি ভুয়া তথ্য দিয়ে TIN সার্টিফিকেট প্রস্তুত করতে পারছে না এবং প্রতিবছর নির্দিষ্ট হারে ট্যাক্স না দিয়ে তার কোন উপায় থাকছে না। একইসাথে জাতীয়

পরিচয়পত্র ব্যবহার করে অনলাইনে ট্যাক্স সংক্রান্ত সকল সেবা প্রদান করার ফলে ট্যাক্স দিতে ভোগান্তি কম হচ্ছে বলে মানুষ ট্যাক্স দিতে আগ্রহী হচ্ছে। ফলে দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহারের মাধ্যমেই ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করে ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অব্যাহত আছে।

বর্তমান বিশ্বে মোবাইল একটি অপরিহার্য বিষয়। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। কিন্তু বাংলাদেশে কত লোক মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বা কতটি মোবাইল সিম ব্যবহার করা হয় বা কে কোন সিম ব্যবহার করে তার কোন সঠিক তথ্য ২০১৫ সাল পর্যন্ত ছিল না। ২০১৬ সালে সরকার জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে মোবাইল সিম রেজিস্ট্রেশন শুরু করে। এ পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভারে রক্ষিত তথ্যের সাথে নির্দিষ্ট মোবাইল সিম ব্যবহারকারীর তথ্য যাচাই করে উক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মোবাইল সিম ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়।

জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সিম রেজিস্ট্রেশন করার ফলে কে কোন সিম ব্যবহার করছে বা কে কতটি সিম ব্যবহার করছে তার সঠিক তথ্য সরকারের কাছে চলে আসে। ফলে মোবইল সিম ব্যবহার করে নানান অপরাধমূলক কর্মকান্ড অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, মোবাইল সিমের ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক ডিজিটাল জালিয়াতি বা ডিজিটাল অপরাধমূলক কর্মকান্ড বহুলাংশে কমে গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের নানাবিধ সুবিধা যেমন আছে ঠিক তেমনি নানাবিধ ডিজিটাল অপরাধমূলক কর্মকান্ড রোধ করাও জরুরি; এবং উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা ছিল অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে কোন ব্যক্তি ব্যাংক হিসাব খুলতে গেলে তার জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সাথে চুক্তির ফলে বিভিন্ন ব্যাংক কোন নতুন হিসাব খোলার সময় উক্ত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য যাচাই করে থাকে। ফলে উক্ত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে উক্ত হিসাবের লেদেনের স্বচ্ছতা আনয়ন করা যায়। এর ফলে নানাবিধ ব্যাংকিং জালিয়াতি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, শুধু জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে মোবাইল একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা বাংলাদেশে চালু হয়েছে, যার ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা অনেক স্বচ্ছ এবং দ্রুত হয়েছে। আর ডিজিটাল বাংলাদেশে এ সবই সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের ফলে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র দেশের এমন অনেক সেবায় বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশের মূলমন্ত্রকে ত্বরান্বিত করতে অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া বর্তমানের ডিজিটাল বাংলাদেশকে কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র বাংলাদেশের সকল সেবা এবং কার্যক্রমকে করেছে দ্রুত, স্বচ্ছ এবং যুগোপযোগী, যা বর্তমানে সারাবিশ্বের জন্য একটি রোল মডেল। তাই বলাই যায় যে, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল চালিকা শক্তি।

লেখক: সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, বরিশাল

Role of Voters for Successful Democracy

Khorshed Alam

According to our constitution democracy is one of the fundamental principles of state policy. Article 11 of the constitution narrates "The Republic shall be a democracy in which fundamental human rights and freedoms and respect for the dignity and worth of the human person shall be guaranteed and in which effective participation by the people through their elected representatives in administration at all levels shall be ensured". So democracy, dignity and humanity of the people are guaranteed in our constitution.

People's participation is the core theme of democracy and democracy is not a government by some of the people, hence efforts should be taken for full participation of people, though in most cases that is not possible. Election and participation of people in electoral process are inseparable components in a democratic culture. In our democratic culture people assume that the Government or the Election Commission is only liable to establish democracy. But as a democratic nation voters have some vital roles to play in establishing democratic atmosphere and forming a government.

To ensure this practice, people at first must enroll themselves in an electoral roll. But in most cases, because of indifference and unconsciousness about their importance in giving opinion and exercising their rights in the elections, people do not put due emphasis on being registered as a voter. Though the multipurpose use of National Identity Card produced on the basis of voter list make our citizens interested to get themselves enrolled into voter list, but lack of interest and knowledge about the outcome of election, unfamiliar with the participatory candidates, negligence to the candidates as the welfare of some citizens is not properly attended after election and careless about the issues on the ballotare some of the reasons refraining the voters from casting their votes. This indifference and carelessness in voting culture in some cases bring a terrible impact on social and national arena.

An individual vote may be insignificant compare to collective votes but this individual vote may result to the collective representation in the election. So the vote of a voter in an election-

- is the most important mechanism to notify his voice.
- Makes choosing the competent candidate to represent social and national interest.
- can bring a tremendous impact on freedom, financial issues and other aspects of daily life.
- put forward a society or a country towards development and advancement.
- may create a right leadership for an individual, his family, his society, his country and his nation.
- can represent hopes and aspirations of a nation.
- can contribute in establishing sustainable democracy.

Equality before law, dignity of the people, the rule of law to all citizens and freedom that includes freedom of speech, freedom of press, freedom of assembly, freedom of religion, freedom of movement and the right to vote are ensured in our constitution and that are the basic principles of a democratic government. To protect these basic principles in our society the voters should cast vote without any influence, intimidation or favor so that competent and eligible candidates are elected and the elected candidate can boost up democratic culture. The voters should consider of the following points in casting their votes:

- The voters should take the initiatives to vote for someone that reflects our overall views.
- Vote for policies, not personalities should be the motto of a voter.
- The voters should focus on the leaders who have vision of better development works and constructive leadership.
- The voters should prefer collective interest to individual interest.
- The voters should not vote based on what others are doing.
- The voters must be careful and should escape emotion in electing candidates so that no extremists, terrorists and corrupt leader can come to the power.
- The voters should stand beside the candidates who will devote himself to social care, promotion and protection of human rights.

Elections are the only means of democratic and peaceful transfer of power with the consent and participation of the majority people. Despite many debating issues in voting system and voting culture in election, voting is the most powerful expression of the voice of the people as the custodians of a democratic society. Voting should therefore be considered both a right and a civic obligation and the voters should come forward to materialize this democratic culture for the greater interest and benefit of the nation.

Director, NID Wing, Election Commission Secretariat

ধন্যবাদবিহীন পেশা ও গণতন্ত্র রক্ষা

ওহিদুজ্জামান মুন্সী

"পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল"

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত আর ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতার সূচনা। স্বাধীনতা শব্দটিকে পর্যালোচনা করলে যে মৌলিক বিষয়টি সামনে চলে আসে তা হলো গণতন্ত্র। বাংলাদেশের রক্ষাকবচ সংবিধানের ৪টি মূলনীতির অন্যতম প্রধান নীতি হলো গণতন্ত্র। আর এই গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্য যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় সেই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল হল নির্বাচন কমিশন। যে কমিশন তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলার মানুষের বিশ্বাসের মূল্য সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। সাধারণ মানুষের কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্তের ফসল হলো তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, যিনি তাঁদের কথাগুলোকে সামনে নিয়ে আসেন এবং তিনিই তাদের অধিকার আদায়ের একমাত্র কান্ডারি।

গণতন্ত্রের পথে নির্বাচন ও ভোটদান প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করাই একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও তাঁর নিয়োজিত কর্মীবাহিনী। ভোট মানুষের একটি পবিত্র আমানত। আর সেই আমানতকে সঠিক প্রার্থীকে প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়াই বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ। নির্বাচন কমিশন একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। যে কমিশন সকল প্রকার পক্ষপাতীত্বের উর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের আমানতকে সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সকল স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচন পরিচালন করলেও নিউটনের ৩য় সূত্রের প্রতিফলন প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করতে হয় কমিশনকে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে ''প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে" এই পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে এগিয়ে চলতে হয়।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন স্বাধীনতা পরবর্তী প্রতিটি নির্বাচনকে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতার ভিত্তিতে পরিচালনা করেছে। জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করেছে। কিন্তু মুদ্রার এপিট-ওপিট যেন পিছুই ছাড়ে না। নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর কাছে নির্বাচন আসে নতুন স্বচ্ছতার মোড়কে আর পরাজিত প্রার্থীর কাছে নির্বাচন হয় কারচুপি ও পক্ষপাতিত্বময় অথচ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর নিয়োজিত কর্মীবাহিনী সাধারণ জনগণের আমানতকে সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করণে বদ্ধপরিকর। এখানে কমিশনের কোন পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই।

বিজয়ী দলের জয়ী হওয়ার পরেও তাদের কাছ থেকে কোন প্রশংসা না পেলেও পরাজিত দলের ভৎর্সনা কিন্তু নিজেদের কাঁধে নিরবে তুলে নেয় কমিশন। তারা একটিবারের জন্য ভেবেও দেখে না যে কতোটা পরিশ্রমের ফসল হিসেবে এমন একটি নির্বাচনকে সামনে নিয়ে আসা সম্ভব। নিয়োজিত কর্মীবাহিনী তাদের পরিবার পরিজনকে একপাশে ঠেলে রেখে নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত, সমালোচনার উর্ধ্বে রাখার জন্য রাত দিন একাকার করে কাজ করে। কারণ গণতন্ত্র সুরক্ষার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখাই যাদের ধর্ম তাদের কি পিছনে তাকানোর ফুরসত থাকে? তাইতো সকল তিরস্কার ভৎর্সনাকে উপেক্ষা করেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন স্বাধীনতার প্রধান নিয়ামক গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্য নিরলস কাজ করে গেছে, যাচ্ছে ও যাবে। কারণ "পাছে লোকে কিছু বলে" এই কথা উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের আস্থার জায়গায় এক নির্ভিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

লেখক: জেলা নির্বাচন অফিসার, ঝালকাঠি

ভোটার দিবসের ভাবনা

মোঃ আবুল হোসেন

বাংলাদেশে অনেক দিবস পালিত হয় এবং প্রতিটি দিবসই এক একটি তাৎপর্য বহন করে। সেদিক বিবেচনায় স্বাধীনতার ৪৭ বছর বয়সে গত বছর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রথম "১ মার্চ" ভোটার দিবস সরকারিভাবে পালন করে। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী ২ মার্চ পালিত হবে ভোটার দিবস। তবে গত বছরের তুলনায় এ বছর গুরুত্ব পাবে আরো বেশি। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন যে সকল কাজ করে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভোটার তালিকা তৈরি। দিবসটি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিবস হিসেবে গণ্য হবে।

ভোটার তালিকা তৈরি বা ভোটার দিবস কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে আলোকপাত করতে গেলে দেখা যায়, একটি দেশে সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক ধারার জন্য ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয় আর সেটি নিশ্চিত হয় সুষ্ঠ ভোটার তালিকা তৈরির মাধ্যমে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশে ভোটার দিবস পালিত হচ্ছে। ২ মার্চ ভোটার দিবস পালন করার ফলে একজন মানুষ যখন ১৮ বছর বয়সে উত্তীর্ণ হবে তখন সে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে সেই সাথে পাবে একটি জাতীয় পরিচয়পত্র। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া দেশের অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেবা পাওয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র কোন ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

গত ৩ বছরে সিরাজগঞ্জ জেলায় ১,৮৮,৭১১ জন নতুন ভোটার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে যারা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রে গিয়ে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারাই চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে গণ্য হবে এবং আগামী যে কোন নির্বাচনে তাদের মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে আরো এগিয়ে নিতে ও সোনার বাংলা বিনির্মাণে সাহসী ও যুগোপযোগী ভূমিকা রাখবে। একযোগে সারা দেশে ভোটার দিবস পালনের ফলে ভোটার হওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত হবে যা নাগরিক সচেতনতাকে আরো এগিয়ে নিতে পারবে।

লেখক: জেলা নির্বাচন অফিসার, সিরাজগঞ্জ, ফোন: ০৭৫১-৬২৩৪৬
ইমেইল: mahossain977@gmail.com

জাতীয় ভোটার দিবস, প্রেক্ষিত ভাবনা ও তার গুরুত্ব

মোঃ ফরিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। তবে ২০০৭-২০০৮ সালে গঠিত নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন কমিশনের দক্ষ কর্মকর্তাদের দ্বারা সেনাবাহিনীর সহায়তায় এক যুগান্তকারী কর্ম সমাপ্ত করে আর তা হলো ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা। সে সময় একটি প্রধান রাজনৈতিক দল অপর একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগ উত্থাপন করেছিল তা হলো, ভোটার তালিকায় প্রায় এক কোটির বেশি ভূতুড়ে ভোটার সম্পর্কে যা ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণরূপে সেই অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং সকলের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। শুধু দেশেই নয় আন্তর্জাতিকভাবেও প্রশংসিত হয়েছে প্রায় শতভাগ নির্ভুল একটি ছবিসহ ভোটার তালিকা করার মাধ্যমে ।

অধিকন্ত, বাংলাদেশের প্রতিটি ভোটার একটি করে জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়েছে সেটাতে সকল প্রকার সেবা প্রদানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ডকুমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই একটিমাত্র কার্ড দিয়ে নিশ্চিতভাবে যে কোন ব্যক্তিকে যাচাই করা সম্ভব কারণ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের তথ্যভান্ডারে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির তথ্যই নয়, এর পাশাপাশি ব্যক্তির বায়োমেট্রিক তথ্যও থাকে। বর্তমানে প্রায় ১০ কোটি ৫০ লক্ষের অধিক নাগরিকের ডেটাবেইজ রয়েছে যা শতভাগ নির্ভুল। এ কারণে কোন পর্যায়েই ভোটার তালিকা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই যা নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে।

এত কিছুর পরেও বর্তমান নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি বিষয় স্বাভাবিকভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে যে, একটি জাতীয় পরিচয়পত্র এতটা গুরুত্বপূর্ণ হলেও দেশের প্রতিটি নাগরিক এখনো এর আওতায় আসেনি শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিগুলোর অসচেতনতা অথবা প্রকৃত উপকারিতা সম্পর্কে না জানার কারণে। বর্তমানে নির্বাচন কমিশন ১৮ বছরের কম বয়সীদেরও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তা হলো এই বিষয়টি সকলের মাঝে প্রচারের মাধ্যমে এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য তুলে ধরা এবং সেবাটাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে সহজভাবে প্রদান করা।

যদিও বাংলাদেশের সকল থানা/উপজেলায় রেজিস্ট্রেশন অফিসের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তবুও একটি বিশেষ দিনকে দিবস হিসেবে পালন করলে এ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা সম্ভব হয়। এছাড়াও একদিনে, একযোগে দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে দেশের প্রায় সকল নাগরিকের কাছে ভোটার হওয়া এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি ভোটপ্রদান যে তার সাংবিধানিক অধিকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বার্তা প্রদানের মাধ্যমে একসাথে সর্বোচ্চ সংখ্যক নাগরিককে সচেতন করা যায় বলে ভোটার দিবসের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম এবং নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

বর্তমান নির্বাচন কমিশনের এই দূরদর্শী ভাবনার কারণে ১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে দেশে প্রথমবারের মতো " জাতীয় ভোটার দিবস" উদ্‌যাপন করেন যার ফলশ্রুতিতে ভোটার, ভোট, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিক অধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জাতীয় জীবনে নাগরিকগণ অধিক সচেতনতাসহ তরুণদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। তারা ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধন করে জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখবে বলে নির্বাচন কমিশনের সকল কর্মকর্তার একান্ত বিশ্বাস।

বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতির মধ্যে অন্যতম হল গণতন্ত্র। আর গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন। অপরদিকে নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা তথা ভোটারযোগ্য দেশের সকল নাগরিককে একটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ভোটাধিকার বিষয়ে জনসাধারণ ও তরুণদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'ভোটার হব, ভোট দেব' এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত বছরের ১ মার্চ দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয়।

মার্চ মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি রচিত হয় এবং দেশ প্রেমিক শহীদদের আত্মদানের বিনিময়ে জাতীয় জীবনে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। শহীদদের রক্তে রাঙানো মাসে মুক্তিযুদ্ধের সূচনার জন্য গৌরবময় হওয়ায় ১ মার্চ তারিখকে জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের জন্য বেছে নেয়া হয়।

মার্চ মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাস। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ জাতিকে উদ্দীপিত করেছিল। ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। ২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। গৌরবোজ্জ্বল মার্চ মাসের প্রথম দিনটিতে জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন করে এই মাসের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং নির্বাচন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণমূলক করতে ভোটার দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পুরাতন ম্যানুয়াল পদ্ধতির ভোটার তালিকা থেকে বেরিয়ে এসে ডেটাবেজ পদ্ধতিতে /ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটারের ছবি, আঙ্গুলের ছাপ এবং স্বাক্ষর নিয়ে আধুনিক এবং সময় উপযোগী ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে আসছে, যা দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে এগিয়ে নিতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ভোটারের উপযুক্ত প্রমাণপত্র নিয়ে ডিজিটালি করা হচ্ছে ভোটার তালিকা। যার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে, একটি বিশ্বের সর্ববৃহত্তর ভোটারের তথ্য সমৃদ্ধ ডেটাবেইজ, একটি অত্যাধুনিক সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে ভোটারের সকল তথ্য।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে একজন ভোটার হওয়ার যোগ্য নাগরিকের ভোটার হওয়া যেমন তার সাংবিধানিক অধিকার, তেমনি তার নাগরিক অধিকার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তার পছন্দের যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা যার দ্বারা দেশ, সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের ভোটার হওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের নাগরিকদের ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ এবং ভোটার তালিকা নিবন্ধন আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমাদের দেশে ছবিসহ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেই কেবল জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া যায়। তাই ভোটারকে যথোপযুক্ত সঠিক প্রমাণপত্র দ্বারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটার করা হয়। একজন নাগরিক তাহার সকল সরকারি, বেসরকারি সেবা জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে। এতে করে সহজেই ব্যক্তি শনাক্ত করা যায়। এছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করে। এই তথ্যভান্ডার দেশের অপরাধ দমন ও জাতীয় নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রথমত লেমিনেটিং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রত্যেক নাগরিককে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সেনাবাহিনীর সহায়তায় প্রদান করেন এবং এটাকে পরিবর্তন করে আধুনিক স্মার্ট জাতীয় পরিচয় পত্র ২০১৬ সাল থেকে প্রদান করা হচ্ছে। এটা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য করা হয়েছে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন,২০১০।

উল্লেখ্য যে, ২৫ জানুয়ারি ভারত, ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান, ১ জুন শ্রীলংকা, ভূটান ১৫ সেপ্টেম্বর, নেপাল ১৯ ফেব্রুয়ারি ও আফগানিস্তানে ২৬ সেপ্টেম্বরে ভোটার দিবস পালন হয় জনগণকে সচেতন করার জন্য।

দিবসটি সফল করতে কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এছাড়া র‍্যালি, আলোচনা সভা, ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট, স্মরণিকা প্রকাশ, আলোকসজ্জা, জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ, মসজিদ, মন্দির, ধর্মীয় উপাসনালয় ইত্যাদিকে সম্পৃক্ত করে সচেতন ও প্রচার করা হচ্ছে।

দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনপ্রতিনিধি তৈরি, বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রপরিচালনা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া এবং তার সেবা গ্রহণ করতে দেশের সকল নাগরিককে সচেতন করতে ভোটার দিবস বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাই এক কথায় বলা যেতে পারে বাংলাদেশের জনগণকে সচেতন করতে ভোটার দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

লেখক: আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই)

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। নির্বাচনি কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশেষ করে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, ভোটার রেজিস্ট্রেশন কাজে নিয়োজিত তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং একটি দক্ষ ও কার্যকর নির্বাচনি ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের একটি প্রকল্প হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে এবং পরবর্তীতে ১ এপ্রিল ১৯৯৯ তারিখে প্রতিষ্ঠানটি রাজস্ব খাতভুক্ত করা হয়।

রূপকল্প (Vision)

২০২১ সালের মধ্যে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে উন্নত, সমৃদ্ধ, আন্তর্জাতিক মান-সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission): নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য অবাধ, সুষ্ঠু, আইনানুগ, বিশ্বাসযোগ্য ও কার্যকর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

ইটিআই এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ

১. নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে আইনগত, পদ্ধতিগত ও আচরণ সম্পর্কিত যেসব উপাদান রয়েছে সেগুলোকে সমুন্নত রাখা এবং সুরক্ষিত করার জন্য এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

২. ভোটার রেজিস্ট্রেশন এবং ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা;

৩. জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারী ও জনবলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা;

৪. বিভিন্ন নির্বাচনে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারী ও জনবলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, আইনানুগ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সহায়তা করা;

৫. নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;

৬. নির্বাচন কমিশন এবং এর জনবলের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করা এবং সকল অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ ও কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৭. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি/পোলিং এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষকে নির্বাচন এবং ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও জাতীয় পরিচয়পত্র সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতি পদ্ধতি এবং আচরণবিধি সম্পর্কে সচেতন করা।

প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থী

বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী, নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ, ভোটার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল পক্ষ এবং ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ; বিভিন্ন নির্বাচন উপলক্ষে নিয়োগকৃত রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট; ভোটার রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন অফিসার, রিভাইজিং অথরিটি, সুপারভাইজার, তথ্যসংগ্রহকারী; পর্যবেক্ষক, ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

ক) **দক্ষতা উন্নয়ন (Capacity Development) প্রশিক্ষণ**

- নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা;
- নির্বাচনি আইন, বিধি, আদেশ, অধ্যাদেশ ও প্রবিধান;
- ভোটার রেজিস্ট্রেশন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা;
- সার্ভার ম্যানেজমেন্ট;
- অফিস ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
- বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং নির্বাচনি ডেটাবেইজ সিস্টেম ইত্যাদি;
- ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স;
- ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবস্থাপনা (EVM)।

খ) **পরিচালনা (Operational) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ:** জাতীয় সংসদ ও বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং ভোটার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ণ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের প্রশিক্ষণসমূহ ক্যাসকেইড মডেলে (Cascade Model) পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি/কৌশল

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়পূর্বক মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক শিখন মডেল (Interactive Teaching Model) প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। আলোচনা (Discussion), উপস্থাপন (Presentation), প্রদর্শন (Demonstration), দলগত আলোচনা (Group Discussion), Role Play, প্রশ্নোত্তর (Question-Answer), পরিদর্শন (Visit), বিতর্ক (Debate), ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণসমূহকে অংশগ্রহণমূলক করা হয়। এছাড়া, প্রশিক্ষণকে আরও কার্যকর করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিসহ মাল্টিমিডিয়া এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণাদি ব্যবহার করা হয়। ইটিআই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট BRIDGE (BUILDING RESOURCES IN DEMOCRACY GOVERNANCE & ELECTIONS) মেথডলজি ব্যবহার করেও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

মনিটরিং ও মূল্যায়ণ

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা নির্ণয় ও এর উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশ, বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর মূল্যায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা রয়েছে। এ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক মূল্যায়ণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

অর্জন

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এপ্রিল ১৯৯৫ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সাল পর্যন্ত এশিয়া ফাউন্ডেশন, নোরাড, ইউএনডিপি ও অন্যান্য দাতা সংস্থা এবং সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর তত্ত্বাবধানে নির্বাচন কর্মকর্তা ও ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদে সর্বমোট প্রায় ৮০ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

অবাধ, সুষ্ঠু এবং আইনানুগ নির্বাচন মূলত দক্ষ নির্বাচনি ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। নির্বাচনি কর্মকর্তাদের দক্ষতার উপর দক্ষ নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। তাই ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এছাড়া অবাধ, সুষ্ঠু এবং আইনানুগ নির্বাচন একটি নির্ভুল ভোটার তালিকার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে এবং একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ জনবল। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং দক্ষ নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির সদস্য, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, ভোটার রেজিস্ট্রেশন অফিসার, রিভাইজিং অথরিটি, সুপারভাইজার, তথ্যসংগ্রহকারী এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে এবং ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

তথ্য সূত্র: নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই)

ভোটার দিবস ভাবনা, ভোটদান পদ্ধতির আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ

রাহুল রায়

প্রায় সাড়ে দশ কোটি ভোটার সমৃদ্ধ বাংলাদেশে ২ মার্চ দিনটি জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ফোরাম অব ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডিজ অব সাউথ এশিয়া এর গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সার্কভুক্ত প্রতিটি দেশ একেকটি নির্দিষ্ট দিনে তাদের ভোটার দিবস পালন করে থাকে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ২ মার্চ দিনটিকে জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার এই মাহেন্দ্রক্ষণে ২ মার্চ দিনটিকে জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ভোটার দিবসের গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করার আগে আমরা একটু ভোটদান পদ্ধতির আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করতে পারি।

খ্রীস্ট জন্মের ছয়শত বছরেরও পূর্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটদান পদ্ধতির ব্যবহার ছিল বলে জানা যাচ্ছে। মূলত এথেনিয়ান পদ্ধতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যদিও এটি খুব সামান্য পরিমাণে প্রচলিত ছিল কারণ বলা হত যে এটি ধনীক ও অভিজাতদের জন্য সুবিধাজনক ছিল। সাধারণত এই ভোটদান ছিল অনেকটা গণরায় জাতীয় একটি ব্যবস্থা। তবে উল্লেখ্য যে, গণতন্ত্রপূর্ব সাম্রাজ্য ব্যবস্থার যুগে কোনও বিষয়ে জনসমর্থন লাভের জন্য রাজপ্রাসাদের সামনে গণজমায়েত করা হতো। সেখানে সমবেত জনগণ হট্টগোল করে অথবা বর্শা ও বর্ম ঘর্ষণ করে জনসমর্থন প্রকাশ করত। পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক যুগে মূলত কাউকে শাস্তি প্রদান অথবা নির্বাসনে পাঠানোর জন্য গণজমায়েতে গণরায় চাওয়া হতো। প্রাচীন রোমে খ্রীস্ট জন্মের দুইশত বছরেরও পূর্বে প্রচলিত প্লুরারিটি পদ্ধতির ভোটিং ব্যবস্থা নিপীড়নমূলক ও কলুষিত হতে শুরু করার পর ব্যালট বা ট্যাবেলা আকারে ভোটিং ব্যবস্থা চালু হয়। মূলত পাতলা কাঠের পাতের উপর মোমের প্রলেপ দিয়ে তৈরি হতো সেই ব্যালট বা ট্যাবেলা। এইভাবে পরবর্তী কয়েক শতক ধরে এই প্লুরারিটি পদ্ধতির ভোটিং কিছুটা সংস্কার হয়ে বহাল ছিল। তবে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, প্রাচীনকালের এই প্লুরারিটি পদ্ধতির ভোটিং ধনীক, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাতরাই সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো ।

আধুনিক কালের ভোটিং ইতিহাসে দেখা যায়, জঁ শার্ল বরদা ১৭৭০ সালে ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য নির্বাচনের জন্য বরদা কাউন্ট নামে একটি পদ্ধতি চালু করেন। আঠারো শতকের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান মোতাবেক 'এ্যাপরসনমেন্ট মেথড নামে এক ধরণের ভোটিং পদ্ধতির উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে রাজ্যগুলোর জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধির প্রাপ্যতার বিষয়টি ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি কিছুটা সংস্কারযুক্ত হয়ে উনিশ শতকের শেষাবধি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে ১৮৫৫ সালে ডেনমার্কের কার্ল আন্দ্রে নামক এক তাত্বিক সিংগল ট্রান্সফারেবল ভোট পদ্ধতি নামক আরেকটি পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। এরপর থেকে দলভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি প্রাধান্য পেতে শুরু করে। তারপর থেকে প্রপারশোনাল ও সেমি প্রপারশোনাল মেথড প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিংশ শতাব্দীতে এসে একক বিজয়ী পদ্ধতির অনেকটা পুণর্জাগরণ ঘটে। বর্তমানে প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশেই একক নেতা ও প্রতিনিধিদের নির্বাচন পদ্ধতি জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণমূলক ভোটের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে কালের আবর্তনে নির্বাচন ব্যবস্থা বিবর্তিত হয়ে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী হয়েছে। তবে একটা কথা স্পষ্ট যে বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিজন ভোটারই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক উদযাপিত ভোটার দিবসের মূলকথা এটাই যে ভোটাধিকার এবং প্রতিজন ভোটার নির্বাচন ব্যবস্থায় নিবিড়ভাবে জড়িত। একটি ভোট শুধুমাত্র একট ভোটই নয়, এটি একজন ভোটারের শক্তি ও অধিকার। একজন ভোটার ভোটপ্রদানের মাধ্যমে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের রায় প্রদান করে। আমাদের মতো বিকশিত গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় ছাড়া সরকার গঠণ তথা রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভোটার হওয়া প্রতিটি নাগরিকের আবশ্যকীয় দায়িত্ব । ১ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে ভোটারের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতার প্রয়াস নেওয়া হয়। আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই ভোটারদের সামগ্রিক চেতনায় বড় পরিবর্তন এনে দেবে এই ভোটার দিবস উদযাপন।

লেখক: উপজেলা নির্বাচন অফিসার, শরণখোলা, বাগেরহাট

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০

মোঃ জাকির হোসেন

সূচনা: ২ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দমুখর পরিবেশে সারা দেশে দিবসটি পালিত হবে। আমাদের জাতীয় ও রাজনৈতিক জীবনে ভোটার দিবসের গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীপরিষদ সভায় ১লা মার্চ কে ভোটার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কেন ২ মার্চ কে ভোটার দিবস হিসেবে পালন করা হয়:

মার্চ মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি রচিত হয় এবং দেশ প্রেমিক শহীদদের আত্মদানের বিনিময়ে জাতীয় জীবনে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। শহীদদের রক্তে রাঙ্গানো এ মাসটি মুক্তিযুদ্ধের সূচনার জন্য গৌরবময় হওয়ায় ২ মার্চ তারিখকে জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভোটার দিবস পালনের গুরুত্ব:

গণতন্ত্র, নির্বাচন, ভোটাধিকার বিষয়ে সাধারণ জনগণ ও তরুণদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় ভোটার দিবস পালনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দিবসটি মূলতঃ গণসচেতনতা ও প্রচারণামূলক হওয়ায় সাধারণ জনগণসহ তরুণ ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস। এ দিবসটি পালনের ফলে জনগণ ভোটার হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। ভোটার হওয়ার সুবিধা/অসুবিধাগুলি জানতে পারবে। সচেতন নাগরিক হতে পারবে। সবার মধ্যে ভোটার হওয়ার আকাঙ্খার সৃষ্টি হবে।

ভোটার দিবস পালনের সচেতনতা:

ভোটার না হলে, জাতীয় পরিয়পত্র না থাকলে তারা কোন কিছুই করতে পারবে না। চাকরি করতে গেলে, বিদেশ যেতে হলে, লাইসেন্স নিতে গেলে, পাসপোর্ট করতে গেলে এমনকি মোবাইল এর সিম গ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকের বায়োমেট্রিকসহ ভোটার আইডি কার্ড প্রয়োজন হয়। জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিতে গেলেও এখন জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয়। যখন তারা নিজ থেকে এগুলো উপলব্ধি করতে পারবে তখন তারা নিজ থেকে ভোটার হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করবে।

উপসংহার:

দেশের জনগণ সচেতন হলেই কেবল দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব। একজন সুনাগরিকই পারে নিজের দেশকে বিশ্ব দরবারে সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করতে। ভোটার যত সচেতন হবে নির্বাচন ততো সুষ্ঠু হবে। অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এ দিবসটি পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

লেখক: স্টোর কিপার, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা

ভোটার তালিকা প্রণয়নে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সমৃদ্ধি ও অর্জন

মোঃ ইউনুচ আলী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লক্ষ তাজা প্রাণ এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল একটি সংবিধান রচনা করা। বিজয় অর্জনের ১ বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন, যা ১৯৭২ সালে ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত ও পাশ হয় এবং একই বৎসরের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয়। সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ এর ১(ঘ) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে গণতান্ত্রিক পন্থায় ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন ভোটারগণ। জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে বিভিন্ন সময়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রথমবারের মত ১৯৭৩ সালে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করেন। সে সময়ে ভোটার তালিকায় ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ভোটারের যোগ্যতাসহ বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন সনদ প্রদর্শনের আবশ্যকতা ছিল না। শুধুমাত্র পরিবারের অভিভাবকের ঘোষণা অনুযায়ী ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা হতো। সময়ের বিবর্তনে ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে এখন আধুনিকতার ছোঁয়া। দেশ এখন তথ্য প্রযুক্তিতে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনও এর বাইরে নয়। সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ বলে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন আজ আরো বেশি সমৃদ্ধ।

অতীতে প্রণীত ভোটার তালিকার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন মহলে বিতর্ক ছিল। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি গ্রহণযোগ্য ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুতের জন্য গাজীপুর জেলার শ্রীপুর পৌরসভাকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বাছাই করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক সহযোগিতায় শ্রীপুর পৌরসভায় ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুতের পাইলট প্রজেক্ট সফলভাবে সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন দেশব্যাপী ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

ভোটারের বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ সুরক্ষিত তথ্যভান্ডার, নাগরিকদের হাতে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র, নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর সংযোজন সব মিলিয়ে নির্বাচন কমিশন এখন অন্যতম সমৃদ্ধশালী একটি প্রতিষ্ঠান।স্বাধীনতাত্তোর দেশে ১৯৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত ভোটার তালিকা ছিল টাইপ মেশিনে টাইপকৃত এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে তা ছিল মুদ্রিত। অতীতের সেই টাইপ মেশিনের খটখটানির আওয়াজে টাইপকৃত ও মুদ্রিত ভোটার তালিকা বর্তমানে অর্থাৎ ২০০৭ সালে তথ্য প্রযুক্তির আশির্বাদপুষ্ট হয়ে এখন কম্পিউটারাইজড বর্ণবিন্যাসে সজ্জিত, সুদৃশ্য ছবিসহ ভোটার তালিকা। বায়োমেট্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বৈত ভোটার পরিহার, জালভোট রোধ এবং প্রতিটি ভোটারের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় এক শুভ যুগের সূচনা ঘটে। এই ভোটার তালিকা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের এক অভূতপূর্ব অর্জন, যা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তথা দেশকে অতি উচ্চ মাত্রায় আসীন করেছে।

মানুষ মাত্রই নতুনের পূজারী। আর প্রতিটি নতুনত্বের সফলতা অর্জনে থাকে বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জকে সাদরে গ্রহণ করে কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পাড়ি দিতে হয় অনেক বন্ধুর সোপান। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ছিল বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশনের শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের সর্বকনিষ্ঠ কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের এই ছবিসহ ভোটার তালিকা।

সুষ্ঠু ও সফলভাবে প্রণীত ভোটার তালিকা জাতীয় পরিচয়পত্রের ধারণার উন্মেষ ঘটায়, যে ধারণার পরিপক্ক রুপ হল বিশেষ নিরাপত্তা সম্বলিত বিশ্বমানের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র। জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার এখন সর্বজন বিদিত। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবাকার্যে বর্তমানে এটির বহুমাত্রিক ব্যবহার বিদ্যমান। রাষ্ট্রীয় বহুমুখী সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র আজকে এক অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

মার্চ মাসটি আমাদের জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। এ মাসেই বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ভিত্তি রচিত হয়। মার্চের স্তুতি তাই এ জাতির ধ্যানে, জ্ঞানে, মনে ও প্রাণে। স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে মার্চ মাসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ মাসের ২ তারিখকে জাতীয়ভাবে ভোটার দিবস উদ্‌যাপনের দিন হিসেবে বেছে নিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ২ মার্চকে জাতীয় ভোটার দিবস ঘোষণা করেছে। সময়মত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে গণসচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণে জাতীয় ভোটার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১৯ সালের ১ মার্চ থেকে দিবসটির সফল যাত্রা শুরু। মার্চ মাসে জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপনের বিষয়টি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ও গৌরবোদ্দীপ্ত।

আমি জেলা নির্বাচন অফিসার হিসেবে ১ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে সিরাজগঞ্জ জেলায় চাকরিতে যোগদান করি। ইতোমধ্যে চাকরি জীবনের সুদীর্ঘ ১৫টি বৎসর অতিবাহিত করেছি। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের সেই মহাযজ্ঞে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকতে পেরে নিজেকে বড়ই গর্বিত মনে করছি। চাকরি জীবনে সকল প্রাপ্তির মাঝে এটাও আমার অন্যতম সফল এক প্রাপ্তি।

জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে আমাদের ধারণ, লালন ও পালন করতে হবে। নাগরিক সুরক্ষা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণে নিবেদিত হোক আমাদের সকল প্রাণ। ২ মার্চ ২০২০ জাতীয় ভোটার দিবসে এটাই হোক আমার মহান ব্রত।

লেখক: আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, খুলনা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

মোঃ আশরাফুল আলম

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমুন্নত হয় সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে। সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো ভোটে সকল শ্রেণির ভোটারদের বাঁধাহীন অংশগ্রহণ। এই নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের। ভোটার হওয়া ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করা সকল প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র এই নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে না পারলে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার খর্ব হয়। ২০০৬ সালে গৃহীত জাতিসংঘ ঘোষিত অধিকার সনদ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোট প্রদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালনসহ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সম-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়সহ সর্বস্তরের নির্বাচনে প্রতিবন্ধী নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগের পথ এখনো কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। এর মূল কারণ ভোট প্রদানের প্রক্রিয়া অনেকাংশে বাঁধাহীন ও অনায়াসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী নয়।

প্রতিবন্ধী ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত কল্পে নির্বাচন কমিশন এরই মধ্যে ভোটার নিবন্ধন ফরমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি সংযোজন, নির্বাচন চলাকালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য লাইনে না দাঁড়িয়ে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারের সহযোগীর অনুমোদন প্রদান করেছে। এ সকল পদক্ষেপ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ মানুষ কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধীতার শিকার। তবে দেশে বর্তমানে মোট প্রতিবন্ধী ভোটারের সংখ্যা কত তা এখনো নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। অথচ প্রতিবন্ধী ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগে এ তথ্য থাকা জরুরি। ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ভোট শুরুর আগে বলতে পারে না তাঁর ভোটকেন্দ্রে মোট প্রতিবন্ধী ভোটার সংখ্যা কত বা কোন ধরনের প্রতিবন্ধী ভোটার কতজন রয়েছে? তা জানা থাকলে ভোটকেন্দ্রে পৃথক লাইন প্রয়োজন রয়েছে কিনা, র‍্যাম্প প্রয়োজন কিনা, কমপক্ষে একটি বুথ নিচতলায় করতে হবে কিনা, ভোটের দিন যাতায়াতে ভোটকেন্দ্রের একটি নির্দিষ্ট সীমায় যান চলাচল বন্ধ থাকার নির্দেশনা থাকলেও মাঝারি ও চরম মাত্রার প্রতিবন্ধী ভোটারের ক্ষেত্রে যানবাহন প্রয়োজন রয়েছে কিনা এসব বিষয় নির্ধারণ করে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবে কার্যকর করা এখন সময়ের দাবী।

প্রতিবন্ধী ভোটারদের ভোটাধিকার নিশ্চিতকল্পে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আমলে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা-

১) ভোটগ্রহণ পূর্ব
২) ভোট চলাকালে এবং
৩) ভোটগ্রহণ পরবর্তী সময়ে করণীয়

ভোটগ্রহণের পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ডিজিটাল ডেটাবেইজ থেকে নির্বাচন কমিশন প্রতিবন্ধী ভোটার পৃথক করে তাদের বিশেষ শনাক্ত চিহ্ন সংবলিত জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা, প্রতিবন্ধী ভোটার চূড়ান্ত করার আগে স্থানীয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলোর সঙ্গে মত বিনিময় করা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ট্যাকটাইল বা ব্রেইল ব্যালট ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করা। বর্তমানে ট্যাকটাইল ও ব্রেইল পদ্ধতিতে বিশ্বের অনেক দেশে ব্যবহার করা হয় এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব ইভিএম ব্যবহার করা হয়।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভোটার হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের সদস্যদের অনীহার কারণে ২২ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভোট দিতে পারেনা। ৩৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী ভোটার ভোটকেন্দ্রে ভোটের দিন সব ধরনের যানবাহন বন্ধ থাকা এবং পোলিং এজেন্টদের অসহযোগিতার কারণে ভোট দিতে পারেনি (ডিজ অ্যাবিলিটি অ্যাকসেস ইন বাংলাদেশ ইলেকট্রোরাল সিস্টেম জরিপ-২০১৩)।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে শুধু ভোটাধিকার প্রয়োগের পথ প্রস্বস্ত হলে চলবে না, সঙ্গে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদের ২৯ ধারায় ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জনজীবন ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ তথা গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন স্বীকৃতি দেয় যে বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা রয়েছে; তা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এখনো নগণ্য। সরকার, নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক উদ্যোগগ্রহণ ও তার সফল বাস্তবায়নই পারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার ও তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

ভোটার এবং ভোট: কিছু জানা কথা

মনি শংকর রায়

আধুনিক গণতন্ত্রে ভোট বলতে আমরা সাধারণত সরকার বা রাষ্ট্র প্রধান বাছাইকেই বুঝি। গণতন্ত্রের পুরোনো চেহারা থেকে যেটা অনেকটাই বিপরীত। বাছাই করা অথবা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া অর্থাৎ ভোটকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। ভোটার ও ভোট দু'টি পরিপূরক শব্দ। গণতান্ত্রিক কোন দেশে কোন সরকার আসবে তা বাছাই করার মালিক বা মাস্টার সেদেশের ভোটারাই। ভোট দিয়ে একটি সার্বভৌম ব্যবস্থাকে চালু রাখে এই ভোটার বা জনগণই।

এখন কথা হলো কারা ভোট দিতে পারবে সেটাই হলো নির্বাচনের মূল বিষয়। সমগ্র জনগোষ্ঠিই তো আর নির্বাচকমন্ডলী হয় না। নির্দিষ্ট সংখ্যক অনুমোদিত জনগোষ্ঠীই কেবলমাত্র সরকার গঠনে অংশগ্রহণ করে। যাদের আমরা ভোটার বলি। বহু দেশেই মানসিকভাবে অসমর্থদের ভোটদান থেকে বিরত রাখা হয় এবং সব দেশের আইনেই ভোট দেওয়ার একটা ন্যূনতম বয়স লাগে।

খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, শুরুতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়েই জনগোষ্ঠীর অনেককেই ভোটদানের অধিকারের বাইরে রাখা হয়েছিল। যেমনটা প্রাচীন এথেন্সের নির্বাচনে মহিলা, বিদেশি ও ক্রীতদাসদের ভোটদান থেকে বিরত রাখা হত। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও ভোটাধিকারের বিষয়টি প্রদেশগুলির উপরেই ছেড়ে দেয়া হতো। সাধারণত সেখানে সম্পত্তির মালিক শ্বেতাঙ্গ পুরুষরাই কেবলমাত্র ভোট দিতে পারত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের "ফাউন্ডিং ফাদারস" বলা হতো। যুক্তরাষ্ট্র যখন একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা ভাবতে শুরু করে তখন এই "ফাউন্ডিং ফাদারস" কথাটির উদ্ভব হয়। মূলতঃ সাতজনকে "ফাউন্ডিং ফাদারস" বলা হয়। যারা পরবর্তীতে দেশটির রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বপালন করেছিলেন। তারা হলেন জর্জ ওয়াশিংটন, জন অ্যাডামস, থমাস জেফারসন, জেমস ম্যাডিসন, জন জে, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্করিন, এবং আলেকজান্ডার হ্যামিলটন। যদিও তারা ভিন্ন মতাদর্শের ছিলেন, একটি ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকের অবদান অনস্বীকার্য, তা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮৯ সালে। সেইসাথে ব্রিটেনের রাজতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তিও মেলে তাদের। সেই নির্বাচনে জর্জ ওয়াশিংটন কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে ভোটে জয় লাভ করেন। ইলেক্টোরাল ভোটের ৬৯ আসনের ৬৯ টিতেই জয় লাভ করেন তিনি। তার মানে এই না যে, তিনি সকল নাগরিকের ইচ্ছায় রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। কারণটা হলো, সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল জনগোষ্ঠীর খুব সীমিত অংশ ভোট দিতে পেরেছিলেন। ভোট দিতে পারছিলেন শুধু শ্বেতাঙ্গ জমিদারেরা, বাকীদের ভোটদানের কোন অধিকার ছিল না। সব মানুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই সমান এটা মানতেই গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের লেগেছিল প্রায় ২০০ বছর। সেটাও আবার ধাপে ধাপে। অনেক রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পরে ১৮৭০ সালে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা ভোটাধিকার পায়। এরপর ১৯২০ সালে ভাগ্যবান হয় নারীরা, তাও অনেক আন্দোলন ও প্রথম ধারার নারীবাদীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই। এর বছর চারেক পরে ১৯২৪ সালে ভোটাধিকার পায় আদিবাসী আমেরিকানরা। এখনো অনেক দেশেই দন্ডিত অপরাধী, নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্য এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে থাকা মানুষ যারা ভোটাধিকার পাননি। আবার কোন কোন দেশে ভোটদান আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক।

পৃথিবীতে প্রথম রাষ্ট্রচালিত ভোটার নিবন্ধনও হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রেই ১৮০০ সালে। আর আমাদের উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ভারতে ভোটার নিবন্ধন শুরু হয়। এরপর ১৯৯৭ সালে ১৭ জুলাই ভারতের নির্বাচন কমিশন অসম রাজ্য সরকারকে নাগরিক নয় এমন ব্যক্তিদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন অবৈধ ভোটারদের নামের সাথে একটি শব্দ ব্যবহার করা হতো,

সেটা হল 'ডি' অর্থাৎ ডি-ভোটার। যেসব নাগরিক বৈধ নাগরিকত্বের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারতো না তাদের নামের পাশে ডি লিখে ডোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হতো। আর ডি-ভোটার হলো (সন্দেহজনক ভোটার অর্থাৎ Dubious Voter/ Doubtful Voter) এক ধরণের ভোটার শ্রেণি, যাদের নাগরিকত্বের বৈধ্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকে। বিদেশি আইনের অধীনে বিশেষ ট্রাইবুন্যালগুলো ডি ভোটার নির্ধারণ করে থাকে। এরপর অনেক আন্দোলন, পটভূমির পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বহুল আলোচিত এনআরসি বা নাগরিকপঞ্জি আলোচনায় আসে। যার উদ্দেশ্যই হলো এই ভোটার তালিকা।

যদিও আমাদের ইতিহাস খুব একটা পুরাতন না, তবুও আমাদের সাফল্য অনেক বেশি। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে বিভিন্ন কারণে আলোর মুখ দেখতে পায়নি। এরপর ২০০৭-২০০৮ সালে স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ডিজিটাল ও বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। এতে করে ভুয়া, অবৈধ, দ্বৈত ও মৃত ভোটারের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে আসে। পূর্বে এসব ভোটার যারা তালিকাভুক্ত রয়েই যেত তাদের নাম করে জাল ভোট দেয়ার সুযোগ থাকত। কারণ শুধুমাত্র যারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত তারাই ভোট দেয়ার সুযোগ পায় এবং সরকার গঠনে অংশগ্রহণ করে।

বর্তমানে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র আরেকটি মাইল ফলক এটা স্বীকৃত। এই মহৎ দায়িত্বটি পালন করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। সেদিক থেকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের যেমন দায়িত্ব একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা, তেমনি যারা ভোটার বা ভোটার হচ্ছেন তাদেরও দায়িত্ব সঠিকভাবে সরকার গঠনে অংশ নেয়া। যার একটি ভোট হয়ত গোটা জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে দেয়, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আপনার একটি ধনাত্মক ধারণা হয়ত আমাদের সবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। সুতরাং একজন ভোটারের গুরুত্ব অপরিসীম এটা ভোটারদের অনুধাবন করতে হবে।

লেখক: ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জনসংযোগ অধিশাখা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

সাহিত্য বিভাগ

কবিতা

জাতীয় ভোটার দিবস ২০২০

মোঃ জাকির হোসেন

ভোটার দিবসের শুভেচ্ছা নিন
জাতীয় পরিচয়পত্রে সঠিক তথ্য দিন।

শেখ মুজিবের সোনার বাংলায়
দেশ গড়ায় অংশ নিন।

সঠিক সময়ে না হলে ভোটার
পাবেন না নাগরিকের মূল অধিকার।

সঠিক সময়ে ভোটার হব
আমার ভোট আমিই দেব।

ভোটার হব ভোট দেব
এ আমার নাগরিক অধিকার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব
এ আমার অঙ্গীকার।

লেখক: স্টোর কিপার, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা

আমার নির্বাচন কমিশন

মোঃ আইনূল হক গাজী

স্মার্ট কার্ডে স্মার্ট আমার দেশের জনগণ,
স্বর্ণযুগের শিখরে আজ নির্বাচন কমিশন।

'০৭ সালের ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন,
ভোটাধিকারে ইসি'র মাহেন্দ্র এক ক্ষণ।

'ইভিএম' প্রযুক্তির সফল সংযোজন
বোতাম টিপেই খুব সহজেই প্রার্থী নির্বাচন।

নিত্যদিনের শত কাজের যত আয়োজন
সবকিছুতে এনআইডি'র বিশেষ প্রয়োজন।

ব্যাংক-বীমা, চাকরি-বাকরি, বিদেশ গমন
'এনআইডি মাস্ট বি' -বিষয়টা খুব কমন।

সুরক্ষিত তথ্যে জাতির পূর্ণ উন্নয়ন,
বিশ্ব দরবারে মেলে সঠিক মূল্যায়ন।

স্মার্ট কার্ডে দেশ ও দশের নব জাগরণ
হেন গর্ব সর্ব সময় অন্তরেতে লালন।

উচ্চমান সহকারী, আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, খুলনা

ভোটার দিবস

মোঃ আব্দুস সালাম

১৮ বছর বয়স হলে
অবশ্যই ভোটার হতে হবে।

যার নেই জাতীয় পরিচয়পত্র
দেশের নাগরিক হয়েও সে উদ্বাস্তু।

বাংলাদেশের নাগরিক যারা
ভোটার হলে জাতীয় পরিচয়পত্র পাবেন তারা।

ভোটার হয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র নিলে
নাগরিক অধিকার ও সুবিধা মেলে।

২ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবসে
ছোট-বড় শরিক হবো সবে।

নির্ভুল তথ্য দিয়ে হবো আমি ভোটার
এটাই হোক মুজিব বর্ষে আমার অঙ্গীকার।

লেখক: ডাটাএন্ট্রি অপারেটর, উপজেলা নির্বাচন অফিস, মহেশপুর, ঝিনাইদহ

ভোটার দিবস ২০২০

মোছাঃ নাজমা খাতুন

এলোরে ভাই ২ মার্চ, ভোটার দিবস এলো,
ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব
এই স্লোগান তোলো।

নাগরিক সেবা দিবো সবার, কামার, তাঁতি জেলে,
তোমরা সবাই জলদি আসো, সকল কাজ কর্ম ফেলে।

ভোটার হবো, ভোট দেবো, করবো ভালো কাজ,
সোনার বাংলাদেশ গড়বো, করবো নাকো লাজ।

দেখতে দেখতে বছর গেলো, এবার হবে দুই
আলোক সজ্জায় সাজিয়ে দিবো, সাথে হাসনা হেনা জুঁই।

গর্ব মোদের অনেক বেশি, ভোটার দিবস ঘিরে,
ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব
সকল বিভেদ ভুলে।

লেখক: ডাটাএন্ট্রি অপারেটর, উপজেলা নির্বাচন অফিস, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা

ভোটার দিবস ২০২০

মোঃ কামাল হোসেন

২ মার্চ ভোটার দিবস, স্মরণ করি সবে
সবাই মিলে ভোটার দিবস, পালন করতে হবে।

আমরা যারা ভোটার হয়নি, বসে আছি ঘরে
কিযে ক্ষতি করছি মোরা, বুঝবে কদিন পরে।

দিন যাচ্ছে রাত যাচ্ছে, মাসের পর বছর
উৎসবমুখর বার্তা নিয়ে, আসছে নতুন বছর।

সোনার বাংলার এই দেশটা, উন্নতি একদিন হবে
ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব
আওয়াজ তুলবো সবে।

তোমরা সবাই কোথায় আছো, এক লাইনে চলি
২ মার্চ ভোটার দিবস, সবাই পালন করি।

ডিজিটাল করবো সব কিছুতেই, গড়বো সোনার দেশ
২ মার্চ ভোটার দিবস, মানবো সবাই বেশ।

আর রবো না ঘরে বসে, নাগরিক সেবা নিব এসে
২ মার্চ ভোটার দিবস, চলবো সবাই মেনে
ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব
ভালো মানুষ জেনে।

লেখক: ডাটাএন্ট্রি অপারেটর, উপজেলা নির্বাচন অফিস, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ

এলো হে, ভোটার দিবস

মো: শামিমুল হক

এলো হে, ভোটার দিবস
তোমাকে জানাই স্বাগতম
জাতীয় ভোটার দিবসের দিনের প্রথম প্রহরে।

নর-নারী সকলের তরে পূর্ণ হল ১৮ বছর
পৌঁছে গেলেন প্রাপ্ত বয়সে।

বলার অধিকার রাখি, এখন আমি হৃষ্টপুষ্ট
দুরন্ত চিল, রাতজাগা পেঁচা, অগ্নিকুন্ডে উচ্চ শিখরে।

নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে আমি ভোটার হয়েছি
আমি একজন বাংলাদেশের নাগরিক।

পৌঁছে দিব বঙ্গ জাতীকে ত্রি-ভুবনের সর্বস্তরে
এই আমার ইচ্ছা, এটা আমার অধিকার।

সকলের তরে গর্ববোধ করি মাথা উচুঁ করে
আমি বাংলাদেশের ভোটার।

লেখক: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপজেলা নির্বাচন অফিস, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা

প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য এনআইডি

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

শোন হে বাংলাদেশী, প্রবাসী
শুনে যাও সু-খবর
এনআইডি দিবে তোমাদের
নাগরিক সুবিধার অঙ্গীকার।

তোমরা থাকো ভিনদেশে পরিবার থাকে দেশে
তোমাদের পরিবারকে
সুবিধা দেওয়া
বিপদে তোমার পাশে থাকা
এই আমাদের লক্ষ্য যে।

রেমিটেন্স আয় দিয়ে
দেশকে কর স্বাবলম্বী
তোমাদের কথা চিন্তা করেই
দেওয়া হবে এনআইডি।

দালাল প্রতারক সকল
হও সাবধান!!
হুন্ডি ব্যবসার হোক অবসান।

এগিয়ে যাচ্ছে দেশ
প্রবাসীদের আয়ে
রেমিট্যান্স পাঠাবে এখন এনআইডি দিয়ে।

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ
স্বাগত জানাই তোমায়
তোমার এ যুগপোযোগী উদ্যোগে
ধন্যবাদের শেষ নাই।

লেখক: মেশিন অপারেটর (ইভিএম), বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন

মিতুল আহমেদ

স্বচ্ছ, সুন্দরভাবে দিতে ভোট
লাগবে না আর কাগুজে ব্যালট
ভোট নিয়ে থাকবে না কেউ পেরেশানে
ভোট হবে ইলেক্ট্রনিক মেশিনে (॥)

ইভিএম-এ যদি ভোট দেয়া হয়
থাকবে না ভোট নষ্টের ভয়
সবগুলো ভোট হবে গণনা
ভোট নিয়ে থাকবে না কেউ পেরেশানে
ভোট হবে ইলেক্ট্রনিক মেশিনে (॥)

তিন ধাপে হবে ভাই ভোটার যাচাই
জাল ভোট দেয়া তাই সম্ভব নয়
পাঁচটি নিরাপত্তা আছে তাই
ইভিএম-এ ভোট দিতে নেই সংশয়
ভোট নিয়ে থাকবে না কেউ পেরেশানে
ভোট হবে ইলেক্ট্রনিক মেশিনে (॥)

ইভিএম কমাবে নির্বাচনের ব্যয়
ইভিএম-এ ভোট হলে বাঁচবে সময়
দ্রুত ভোটের ফল পাওয়া যায়
ভোট নিয়ে থাকবে না কেউ পেরেশানে
ভোট হবে ইলেক্ট্রনিক মেশিনে (॥)

লেখক: মেশিন অপারেটর, আইডিয়া প্রকল্প

এলো ইভিএম

মিতুল আহমেদ

ভোট চুরির দিন শেষ
গড়বো ন্যায়-নিষ্ঠ বাংলাদেশ
ভোট নিয়ে দেবনা খেলতে কোন গেম!
ভোটগ্রহণে ব্যবহার হবে ইভিএম।

ভোটার সনাক্ত করতে আছে
ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর।
আমার ভোট আমি ছাড়া
দেবে সাহস কার।

আমার ভোট আমি দেবো
একথার সত্যতা আবার ফেরাবো।
জোর যার মুলুক তাঁর
হবে না এ দেশে আর।

গর্বভরে নেবে সবাই
আমার দেশের নেম।
ভোটগ্রহণে ব্যবহার হবে ইভিএম।

লেখক: মেশিন অপারেটর, আইডিয়া প্রকল্প

ভোটাধিকার

মিতুল আহমেদ

সবুজ ঘাসে স্বাধীন শিশির
গাছে গাছে পাখির কিচিরমিচির
হঠাৎ আকাশে বাজলো ঝংকার!
সংশয় মেটাতে, চাই ভোটাধিকার।

নাগরিক তুমি? ভোট দিতে পারো
বয়স যদি হয় আঠারো।
ব্যালট দিয়েই বলবে তাঁরা
এই দেশেরই ভোটার যারা।

সকল ভোটার শপথ নেবো
সদা ন্যায়ের সাথেই রবো।
আমার ভোটেই বাঁচাবো দেশ
মিলেমিশে থাকবো বেশ।

মিটাবো সংশয় বাঁচাবো দেশ
প্রাণের প্রিয় বাংলাদেশ।

লেখক: মেশিন অপারেটর
আইডিয়া প্রকল্প

ভোটার দিবস

মোঃ সুরুজ মুনসি

আমি নারী কিংবা পুরুষ সম স্বাধীন
ভোটার হব, ভোট দেব, দেশকে করব রঙিন।

এসো নবীন দলে দলে, ভোটার হওয়ার বয়স হলে
নির্ভুল ছবিযুক্ত স্মার্টকার্ড রাখবে সম্মান ভোট প্রয়োগে।

মা-বাবার পরিচয় ও সনদপত্রের সাথে রাখবো মিল
বাহিরে গমনে সকল কার্য সম্পাদনে রইবেনা কোন গড়মিল।

এসো তরুণ এসো ২ মার্চ এর পতাকা তলে
ভোটার হয়ে ভোট দেব, দেশ গড়ায় অংশ নেব।

আমি বাঙ্গালি আমার পরিচয় আমার অধিকার
রহিবে অটুট জন্ম হতে জন্মান্তরে আমার স্মার্টকার্ড।

আমি বাংলাদেশের ভোটার।

লেখক: অফিস সহায়ক, প্রাপ্তি ও জারি শাখা

ফটো গ্যালারি

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯ এর র‍্যালি

ফটো গ্যালারি

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে বঙ্গভবনে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাত

মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কেএম নূরুল হুদা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের মাধ্যমে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করছেন

ফটো গ্যালারি

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯ এর অনুষ্ঠানে নতুন ভোটারের হাতে জাতীয় পরিচয়পত্র তুলে দিচ্ছেন মাহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ

FEMBoSA-র টেকনিক্যাল সেশনে মাননীয় কমিশন

ফটো গ্যালারি

10th FEMBoSA Meeting
24th January 2020 | NEW Delhi, INDIA

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ফটো গ্যালারি

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯ এর র‍্যালির শুরুতে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার

ভুটান নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদলের সাথে মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আলমগীর

ফটো গ্যালারি

ভোটারদেরকে ইভিএম মেশিনে ভোটদান পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯ এর র‍্যালি

ফটো গ্যালারি

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন ভোটাররা

ফটো গ্যালারি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

ফটো গ্যালারি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০২০, আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা

ফটো গ্যালারি

ইভিএমএ ভোট প্রদান পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম

জাতীয় ভোটার দিবস ২০১৯ এর র‍্যালি

ফটো গ্যালারি

বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশন অফিসার্স এসোসিয়েশন বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন করা হচ্ছে

বিদেশীদেরকে ইভিএম সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছেন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জনাব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম

ফটো গ্যালারি

ভোটার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে বায়োমেট্রিক গ্রহণ করা হচ্ছে

নির্বাচন ভবন

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন